অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৲, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা প্রতি খণ্ড ।৵। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹ আনা।

১০ম ভাগ } কলিকাতাঃ—১২ই আশ্বিন—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ২৭এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ খৃঃঅব্দ } ৩৩ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

NOTICE.

NORTHERN BENGAL STATE RAILWAY.

The line is now open to the public from Julpiguri to Atrai, a distance of 134 miles.

From Atrai to Kushtia and Goalunda, there is good water communication, boats taking from two to four days in making the journey

As the arrangements for the shelter of goods are temporary only, the right of limiting the amount registered for transport is reserved

G. Lindsay

Saidpur, the 20th Augt. 1877. } Major R. E. Engineer in Chief. Northern Bengal State Ry.

৩৪ সং

কমিসন এজেণ্ট।

চাটুর্য্য ব্রাদার্শ এবং কোং ১৮৭৭ সালে ১৩ই আগষ্ট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মহারাজ বাহাদুর, জমিদার, ও দোকানদারদিগের সর্ব্ব প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সকল লইয়া খরিদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যাঁহাদিগের চাটুর্য্য ব্রাদার্শ দ্বারা দ্রব্যাদি খরিদ হইবে, তাহাদিগের খরিদ যাহাতে সুলভ মূল্যে উত্তম দ্রব্যাদি হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান থাকিবেন। কমিসন শত করা ৫ টাকা হিসাবে। ৫০০ শত টাকার অধিক হইলে স্বতন্ত্র বন্দবস্ত হইতে পারিবে।

নিয়ম।

অরডার সহিত সমুদায় টাকা বা অরডারের চতুর্থাংশ পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান হইবে এবং ৪০ দিন মুদ্দতে হুণ্ডি কাটিয়া অবশিষ্ট টাকা কলিকাতায় লওয়া হইবে।

আমাদিগের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নামে পত্রাদি লিখিবার নিয়ম

চাটুর্য্য ব্রাদার্শ এবং কোং

৪১ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার

কলিকাতা।

ব্রহ্মচরী দত্ত মহৌষধ।

জ্বর প্লীহা যকৃৎ অগ্রমাশ মেলেরিয়া জ্বর পুরাতন জ্বর দোকালিন জ্বর মেহ ঘটিত জ্বর কুষ্ঠব্যাধি রক্তপিত্ত বহুমূত্র সকল প্রকার বাত পারাঘটিত রোগ স্ত্রীলোকের বাধক বেদনা প্রদর সকল রকমের পুরাতন সোগ্ঘা এবং পিশি পীড়া অম্বল শূল গ্রহিনী রক্ত আমাশায় এই সকল রোগ উত্তম রূপ আরাম হইবেক।

শ্বেত কুষ্ঠ রোগের মহৌষধ। ইহার দ্বারায় এক মাহার মধ্যে ব্যারাম নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক। যদ্যপি বেশী দিনের ব্যারাম হয় তাহা হইলে দুই মাহার মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক।

ইহার ২০ আউন্স মলমের মূল্য ১ টাকা

এবং ২১ রোজ সেবনের ঔষধের মূল্য ১ টাকা

যাঁহার প্রয়োজন হইবে পটলডাঙ্গার হিন্দু কলেজের পূর্ব্ব বেনেটোলা লেনের মধ্যে শ্রীমতিলাল বসুর বাটীতে প্রাতে ১১ টা পর্য্যন্ত এবং পুরাতন চিনাবাজারের আরমানি গিরজার নিকট উক্ত বসুর ২১ নং ছাতার দোকানে বেলা এগারোটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তদন্ত করিবা মাত্র পাইবেন, উপরের লিখিত সমস্ত ঔষধের মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

৯ মাহার মধ্যে ৬০০৭ সহস্র শূল রোগী উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতিলাল বসু।

৪০

চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রকরণ

অর্থাৎ

প্রিন্সিপল্‌স এণ্ড প্র্যাকটিস্‌ অব মেডিসিন। শ্রীযুক্ত গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি, সঙ্কলিত। একত্র দুই খণ্ড সুপার রয়েল ফর্মার ১১১০ পৃষ্ঠায় তৃতীয়বার মুদ্রিত। এই সংস্করণে ইহার বিষয় সকল পরিবর্দ্ধিত, সংশোধিত ও কোন ২ অংশ পুনরায় সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ১২৸৹ মাত্র। ডাক মাশুল দশ আনা মাত্র। ইহা কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের ও ভবানিপুরে শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

৩৪ সং

অর্শ রোগের

অব্যার্থ

মহৌষধ !!!

শ্রীকরালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৮ নং মলঙ্গ লেন

বহুবাজার

কলিকাতা।

চিতোর চাতকিণী।

অদ্ভুত ঐতিহাসিক অখ্যায়িকা।

প্রতি শুক্রবারে এক ফরমা করিয়া প্রকাশিত ২০ ফরমা প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ফরমা প্রতি ১০ দুই পয়সা মাত্র। মফঃস্বলের গ্রাহকগণের প্রতি অর্দ্ধ আন হিসবে ডাক মাস্থল লাগিবে। কলিকাতা ৭১ একাত্তর নম্বর করনোওয়ালিস ষ্ট্রিট, রাজকীয় যন্ত্রালয় শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রাপ্তব্য।

সুলভ সুলভ। অতি সুলভ!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্‌ লোডাং মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ, ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মূলে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্‌ বিশ্বাস কোং

নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ

কলিকাতা।

ডাক্তার জি হায়াসা এমডী।

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র, সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৩ নং চৌরিঙ্গি লেনের বাটিতে প্রাতে ৯৷টা নাগাত ১০৷টা ও বৈকালে ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়। যাঁহারা অসমর্থ তাহাদিগকে এস্‌প্লানেড রো ১২নম্বর বাটীতে প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত দেখিবার সময়।

কেরি সাহেবের কৃত ইংরাজি হইতে বাঙ্গলা ডিক্সনারি (ইংরাজি কথার বাঙ্গলা মানে দেখিবার জন্য ২ নং) এবং উমাচরণের কৃত বঙ্গলা হইতে ইংরাজি (বাঙ্গলা কথার ইংরাজি মানে দেখিবার জন্য বা তরজমার নিমিত্ত ১নং) এই (দুই রকম কেতাব অতি উত্তম (রাখা আবশ্যক।) ১নং দর ৩ টাকা বাদ ৷৹ আনা নেট ২৷৹ ডাক ।৵৹ ২নং ঐ ঐ—বাদ ৷৵৹ — ঐ— ২।৵৹ ডাক ঐ দরকার হইলে কালিধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পত্র পাঠালে পাইবেন। ৫৬নং পুরাতন চিনাবাজার কেতাবের দোকান)

Required for the service of the District Roadcess Committee of Rungpore two qualified Sub-overseers. Salaries including all allowances Rupees 37–8 and 50 per. mensem. Apply furnishing copies of testimonials and stating qualifications.

James Robinson C. E.
Executive Engineer,
District Engineer,
Rungpore.

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমের নিমিত্ত সাহায্য করিতে মানস করেন তাঁহারা কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজে পাঠাইয়া দিলে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে তাহা প্রেরিত হইবেক। যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরণ করিলেও তাহা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবেক।

আদি ব্রহ্ম সমাজ কলিকাতা ১৭৯৯ শক ৭ই আশ্বিন। } শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৩ই আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ সাতটার সময় আদি ব্রাহ্ম সমাজে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষ উপশম উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা ও তৎপরে দান সংগৃহীত হইবেক।

আদি ব্রাহ্ম সমাজ কলিকাতা ১৭৯৯ শক ৭ই আশ্বিন। } শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর সম্পাদক।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

স্পিসিয়াল ক্লাস গুডস্ রেটস অর্থাৎ

বিশেষ শ্রেণী মালের ভাড়া।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী ও তৎপর হইতে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, যাহারা নিম্ন লিখিত নিয়ম গুলি প্রতিপালন করিতে না পারিবেন তাহারা কম্পানির মালের ভাড়া সংক্রান্ত ২৮ হইতে ৩২ ধারা অনুসারে থলিয়া দ্বারা মাল প্রেরণ করা সম্বন্ধে যে বিশেষ মালের ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে, সেই ভাড়ায় মাল প্রেরণ করিতে পারিবেন না, যথাঃ—

১।—কোন থলিয়ায় দুই মোন পাঁচ সের ওজনের বেশী মাল থাকিতেপারিবে না।

২। কোন থলিয়ার সেলাই ক্রুসের মত অর্থাৎ উলটা উলটি না হয়।

৩। প্রত্যেক মালের থলিয়ার গায়ে কাল অক্ষরে ইংরেজী ভাষায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে যে উহা কোন্ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিতে হইবে এবং যে ব্যক্তির নিকট মাল পৌঁহিয়া দিতে হইবে অন্ততঃ তাহার নামের আদি অক্ষর গুলি লিখিতে হইবে, অথবা এরূপ কোন দাগ ও রাসনিক চিহ্ন থাকবে যাহা স্পষ্ট নির্ণয় করা যাইতে পারে। উপরের লিখিত যে কোন উপায়ই অবলম্বন করা হউক না কেন, মাল প্রেরক যে চিঠি পাঠাইবেন তাহাতে উল্লিখিত দাগ বা চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে।

এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া যাহারা বিশেষ শ্রেনী মালের থলিয়া প্রেরণ করিবেন তাহাদিগের নিকট হইতে উহার পর যে উচ্চতর মাল পাঠাইবার ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে তাহাই গ্রহণ করা হইবে।

এই সকল প্রেরিত মালের অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহার ভাড়াও উপরিউক্ত নিয়মে প্রথম শ্রেণীর হারে গৃহীত না হইয়া উহার পর যে উচ্চতর হার নির্দ্ধারিত আছে সেই হারে গৃহীত হইবে।

কলিকাতা
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৭

ব্রাডফের্ড লেসলী
এজেণ্ট
Bradford Leslie
Agent.

ডি—শে

খদ্যোত

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

ভূত পূর্ব্ব "সরোজিনী" সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে নানা বিধ কৌতুকাবহ বিষয়, উৎকৃষ্ট উপন্যাস, সুললিত পদ্য এবং সামাজিক ও পৌরাণিক প্রবন্ধটি যথাক্রমে প্রকাশিত হইবেক। কলেবর ডিমাই আট পেজী তিন ফর্ম্মা। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাসুল সমেত ২ টাকা। গ্রাহকগণ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

খদ্যোত কার্য্যালয়
১২নং কবিরাজের গলি
ঢাকা।

শ্রীরাজ বেহারি দাস
কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৪ সং।

নিম্ন লিখত পুস্তক গুলি ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট স্টানহোপ প্রেস ও ৫৫-নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রয় হয়।

১ Three Years in Europe. 2nd. Ed মূল্য	১ মাশুল	৵০
২ ইউরোপে তিন বৎসর	৷৷০	/০
৩ বঙ্গবিজেতা. শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত	১৷০	৶০
৪ মাধবী কঙ্কণ, " " (প্রকাশ হইয়াছে)	১	৵০
৫ The Indian Pilgrim. (Poem) R.C.Dutta	৷৷০	/০
৬ The Peasantry of Bengal.	২	৶০
৭ The Literature of Bengal	১	৵০

অক্টবর শেষ।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; ৬ টকা ডাকমাশুল ।৹ আনা।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ধন্বন্তরি নির্ঘণ্ট সৎকণ্ঠ রত্নাভরণ, মদনপাল নির্ঘণ্ট ও পর্য্যায় রত্নমালা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ দ্রব্যাভিধান এবং নানা কোষ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্য সমস্ত, রোগ শারীর মন্ত্র ও মান পরিভাষা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী বিষয় সমস্তের নাম লিঙ্গ ও অর্থ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয় আকারাদি বর্ণ ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত

শ্রীবিনদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
ফৌজদারী বালাখানা—কলিকাতা

জুলজিকেল গার্ডেন

অর্থাৎ প্রাণীবাটিকা উদ্যান।

বুধবার ও রবিবার ব্যতীত উক্ত উদ্যানে প্রবেশ করিবার নিয়ম প্রতি দিন এক আনা। ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিবে।

বুধবারে কেবল মেম্বরগণই প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং রবিবারে আট আনা দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে।

এইচ লী
অফিসিয়েটিং অনারারী সেক্রেটারী।

WONDERFUL CURE OF LEPROSY

IN THREE WEEKS.

Discovered in 1873. and tried with great success since then.

কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, মহাব্যাধি, ধবল এবং পারা সংঘটিত সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ তিন সপ্তাহ ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে। এমন কি জনৈক মাহারাজ এবং প্রধান২ জমিদারগণ যাঁহারা সহস্র২ মুদ্রা ব্যয় করিয়াও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এবং এক সহস্র ব্যক্তি, এই মহৌষধ ব্যবহার দ্বার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইংরাজি চিকিৎসা এবং বৈদ্য শাস্ত্র মতে কুষ্ঠরোগের ঔষধ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই, এবং কত নর নারী যে উক্ত রোগগ্রস্ত হইয়া সাধারণ জন সমাজে ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। ধনবানের প্রতি প্রত্যেক মালিসের শিশি ৪ টাকা, মধ্যবৃত্তি প্রতি ২ টাকা, দুঃখি ব্যক্তির প্রতি ১ টাকা। প্রত্যেক মালিসের শিশি তিন দিন মাত্র মর্দ্দন করা চলিবে। মফঃস্বলে এক কালীন ৭ শিশির মূল্য পাঠাইতে হয়। আমাদিগের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে আমরা সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া ঔষধের মূল্য এবং অঙ্গীকৃত পুরস্কার গ্রহণ করিব। আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে কিছু মাত্র গ্রহণ করিব না। ৫০০ টাকার কম এরূপ বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত নহি।

আমরা ৬০০ ছয় শত প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ব্যয় বাহুল্য বশতঃ এই সঙ্গে ছাপান গেল না। যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন আমাদিগকে পত্র লিখিলে আমরা তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিব।

পারা সংঘটিত সর্ব্ব প্রকার রোগনাশক

অবধৌত মতে সালসা।

যাঁহারা কখন গরমীর, ধাতের অথবা অন্য কোন প্রকার কঠিন রোগের নিমিত্ত পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এই সালসা কিছু দিবস ব্যবহার করিলে, যিনি যে আকারে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, ঠিক সেই আকারে শরীর হইতে পারা প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যাইবে। সালসা ব্যবহার করিলে শরীর হইতে পারা নির্গত হইতে চাক্ষুষ দেখা যাইবে। ইহা ব্যবহার করলে অন্যান্য সালসার ন্যায় কঠিন নিয়মে থাকতে হয় না, কেবল মাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয় তাহাই পালন করিলেই যথেষ্ট হইবে।

কুষ্ঠরোগীগণের পক্ষে এই সালসা ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যকীয়।

মূল্য ধনবানের প্রতি প্রত্যেক বোতল আট ৮ আট টাকা, মধ্যবৃত্তির প্রতি ৪ টাকা, দুঃখ ব্যক্তির প্রতি ২ টাকা। ডাক মাশুল ১৷৹ টাকা পেকিং চার্য ৵০।

আমাদিগের মহৌষধ নিম্ন লিখিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

১। ৪২ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাঞ্চ ঔষধালয়, কলিকাতা।

২। ১১৪ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুজাপুর, কলিকতা।

৩। বাক এণ্ড ক্রমওয়েল কোম্পানি, ইংলণ্ডের এজেণ্ট, বিলাত।

৪। ওলিভার ক্রমওয়েল কোম্পানি, আয়রলাণ্ড

৫। গডফ্রে কোম্পানি, নিউইয়র্ক, এমেরিকা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
অবধৌত মতে চিকিৎসক।

অর্শ রোগের অব্যর্থ ঔষধ আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, ঔষধ একটী মাদুলী মাত্র হস্তে ধারণ করিতে হয়। অন্যান্য নিয়মের পৃথক নিয়ম পত্র প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ধারণ করিয়া অনেক লোককে আরোগ্য হইতে দেখিয়া, জনৈক উদাসীনের নিকট আমি শিক্ষা করিয়াছি, ব্যয় মূল্যেই আমি উক্ত ঔষধ প্রাদান করিয়া থাক।

মূল্য............. ।/৫ ডাক মাসুল...... /০

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ মিত্র
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে আফিস কলিকাতা।

CAUTION.

Notice is hereby given that Botokristo Dass of No. 116 Ahireetollah Street is dead and if any debtor to the estate of the said Botokristo Dass deceased pays any portion of the dsbt to any person without letters of administration to the said Estate will do so at his own risk and peril.

Calcutta
3, Hunstings Street

Trailoka Nath Roy
Attorney for Baboo
Bolly Chand Dass
one of the sons of
Bottokristo Dass.

NOTICE.

The Kyastha Ethnology.
Price Rs. 5.

Apply to Nundo Lall Mitter
109, Cornwallis Street Shambazar Calcutta.

অমৃত বাজার পত্রিকা ।

সন ১২৮৪ সাল। ১২ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও ইডেন সাহেব।

ইডেন সাহেব বাঙ্গলার লেফটেনেন্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া আমাদের পাঁচটী প্রধান স্বত্বের মূলে আঘাত করিয়াছেন। আমরা যে পাঁচটী স্বত্বের বিষয় উল্লেখ করিতেছি এই পাঁচটী স্বত্বই আমরা ইংরাজ শাসনের অমৃতময় ফল স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ইডেন সাহেব এ গুলির হন্তা হইয়া কেবল আমাদিগকে দুরবস্থাপন্ন করিবেন না, শুভাকাংখী রাপুরুষেরা যত্ন পূর্ব্বক যে সমুদয় রত্ন এখানে বিতরণ করেন তাহা হরণ করিবেন।

মুসলমান শাসন সময় চিরস্থায়ী বন্দবস্ত ছিল কি না তাহা আমরা জানি না। ইংরাজেরা তাঁহাদের শাসনের প্রারম্ভে বঙ্গবাসীদিগকে এই স্বত্বটী প্রদান করেন। ইংরাজ রাজ পুরুষেরা কি অভিসন্ধিতে আমাদিগকে এই স্বত্বটী প্রদান করেন তাহা বিচার করার স্থল এ নহে। তবে ইহা দ্বারা যে বঙ্গবাসীদের বিস্তর উপকার হইয়াছে, ইহাতে যে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থলের ন্যায় বাঙ্গলা নির্ধন হয় নাই এবং বাঙ্গলার সম্ভ্রান্ত বংশের পতন হয় নাই, বরং বঙ্গ দেশ ধনশালী ও বাঙ্গলার লোকের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে তাহা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন। আবার বঙ্গবাসীদের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ইংরাজ জাতি যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন,তাহাদের শাসন ভারতবর্ষে বহু বিস্তৃত হইয়াছে তাহা বঙ্গ দেশ বিদ্বেষী ইংরাজেরাও অস্বীকার করিবেন না। ইডেন সাহেব এই চিরস্থায়ী বন্দবস্ত সমূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইংরাজেরা সম্বাদ পত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া এ দেশবাসী কি তাঁহাদের নিজের অধিক উপকার করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। ফল যাহারা রাজ শাসনে পারদর্শী তাঁহাদের বিশ্বাস যে, সম্বাদ পত্রের স্বাধীনতা না দিলে ইংরাজ শাসনের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি ত হইতই না, ইংরাজ রাজপুরুষেরা পদে পদে ভ্রমে পতিত হইতেন এবং হয় ত বিপদেও পড়িতেন। ইডেন সাহেব সম্বাদ পত্রের এই স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

আমাদের তৃতীয় ও চতুর্থ স্বত্ব সার রিচার্ড টেম্পল প্রদান করিয়া যান। কলিকাতায় ইলেকটিব প্রণালীর প্রবর্ত্তনা হওয়াতে এদেশীয় লোকের আশা হইয়াছে যে কালে ভারতবর্ষে পার্লিয়েমেন্ট স্থাপিত হইলেও পারে। কলিকাতা নিতান্ত ক্ষুদ্র স্থান নহে। এখানে চারি লক্ষ লোকের অধিক বাস করে। ইহা পৃথিবী বিখ্যাত বিস্তর পণ্ডিতের বাস স্থান। এখানে রাজ পুরুষদের মধ্যে যাহারা অতি প্রধান তাহারা অব-
...নের কোটী কোটী টাকার বাণিজ্য
... ২ লক্ষ টাকার অধিক কর আদায়
...ক। এই স্থানের মিউনিশিপাল
... লোক দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে,
...দিগকে এই স্বত্বটী প্রদান করেন।
... রাজ ধানীর অনেকটা শাসন
... অর্পিত হয়। অন্ততঃ ইলেকটিব
...ম্যান ইহাই বলিয়া আক্ষেপ
...র উপর ইডেন সাহেবের
...
... আর একটি স্বত্ব
... প্রদান করায়
...ত আমাদের যে
...পে দূরীকৃত হয়।

তিনি অনুমতি করেন যে আমরা আপন মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিব। গবর্নমেন্ট আপন ইচ্ছায় এখন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত করেন, সুতরাং এই সভ্যের অনেকে ইচ্ছায় হউক আর অনেচ্ছায় হউক গবর্ণমেন্টের মতে সায় দিয়া যান। আবার এপর্য্যন্ত প্রজা কি মধ্যবর্ত্তী লোকের পক্ষ সমর্থন করেন এরূপ একটী লোকও গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন নাই এবং ইহা দ্বারা প্রজা ও মধ্যবর্ত্তী লোকের যে অশেষ কষ্ট হইয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য। সার রিচার্ড টেম্পল ব্যবস্থাপক সভায় আমাদিগকে প্রতিনিধি পাঠানের অনুমতি প্রদান করিয়া আমাদের এই অনিষ্ট নিবারণের উপায় করিয়া দেন এবং ইডেন সাহেব এটী উঠাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের আর একটি স্বত্ব ছিল – গবর্ণমেন্টের দয়া। রাজ বিচারে যদি কাহার কোন গুরুতর দণ্ড হইত এবং দেশবাসীরা যদি তাহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের দয়া ভিক্ষা করিতেন, গবর্ণমেন্ট সময় সময় এরূপ স্থানে দয়া প্রকাশ করিতেন। রাজসাহীর একটী যুবকের প্রতি টেম্পল সাহেব এই রূপ দয়া প্রকাশ করেন, নবীনের প্রতিও এই রূপ দয়া প্রকাশিত হয়, হৃদয় পাত্রের প্রতিও তিনি এই রূপ দয়া প্রকাশ করিবেন আশ্বাস দেন, কিন্তু ইডেন সাহেবের নিকট দুই ব্যক্তির নিমিত্ত অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ দয়ার ভিক্ষা করেন এবং তিনি ইহাতে এই রূপ বিরক্তি, ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করেন যে বোধ হয় যত দিন তিনি এখানে অবস্থিতি করিতেছেন তত দিন আর কেহ এরূপ দয়া ভিক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিতে সাহস করিবে না।

ইডেন সাহেব আমাদের এই পাঁচটী স্বত্বের হন্তারক হইয়া ক্ষান্ত হন নাই। সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর উপর দেশের অনেক আশা ভরসা নির্ভর করে। অনেকে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীকে দেশের মেরুদণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন। আমাদের দেশের অতিশয় দুরবস্থা, তথাচ এই দুরবস্থার মধ্যে যেটুক দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা তাহা এই মধ্যবর্ত্তী লোকের দ্বারা হইয়া থাকে। ইহারাই সিবিল ও মেডিকেল সারবিসে প্রবেশ করিতেছেন এবং ইহারাই বারিষ্টারী ও অন্যান্য কঠোর পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত অকূল পাথার উলংঘন করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া থাকেন। ইহারাই স্কুল কালেজে বৎসর ২ নানা রূপ পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন এবং প্রধান ২ রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই শ্রেণীস্থ লোকই পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত গণ্য মান্য হইয়াছেন এবং যদি বিধাতা সদয় হন তবে ইহাদের দ্বারা এক দিন বঙ্গবাসীরা গৌরবান্বিত হইবেন। কিন্তু ইডেন সাহেবের ইচ্ছা যে, ইহারা লেখা পড়া না শিক্ষা করে, ইহারা আপন আশা ভরসা অভিমান পদ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া মানসিক উৎকর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বহস্তে হল ধারণ পূর্ব্বক কৃষি কার্য্য কি কুদালি ধারণ পূর্ব্বক মৃত্তিকা খনন করে।

নদীয়ার কলেক্টর ষ্টিবেন্স সাহেব তাঁহার গত সাম্বৎসরিক রিপোর্টে লিখেন যে, যদিও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের অবস্থা ক্রম উন্নত হইতেছে কিন্তু মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী লোক ক্রমেই দুরবস্থাপন্ন হইতেছে এবং অনেক পরিবারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ইডেন সাহেব ইহাতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ষ্টিবেন্স সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য, তবে মধ্য শ্রেণী লোক মধ্য শ্রেণী স্কুলে যে কদর্য্য ইংরাজী শিক্ষা করে ইহাই তাহাদের সমুদয় দোষের মূল। ইহাতে মসীব্যবসায়ী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকের শারীরিক পরিশ্রমের উপর ঘৃণা এবং তাহাদের মনে নানা কষ্টের কারণ উদয় হয়। এই দোষ আপনা আপনি সংশোধিত হইবে, না খেতে পেলে লোকে ক্রমে আপন হস্তে কাজ করিতে বাধ্য হইবে।" ইংরাজদিগের শাসনে ভারতবর্ষের নানা স্থানে জাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও অধোগতি হইয়া তাহারা দ্বারোয়ান হইয়াছে। ইডেন সাহেবের বিশ্বাস যে, যখন বাঙ্গলার ভদ্র সন্তানদিগের এই রূপ দুর্গতি হইবে তখন এদেশের মঙ্গল হইবে। যিনি পবলিক ওয়ার্ক সেস নির্দ্ধারন করিবার সময় বাঙ্গলার প্রজার সঙ্গে ভারতবর্ষের অপর দেশের মুমূর্ষ প্রজার তুলনা করিয়া আপন মত সমর্থন করার যত্ন করেন, তাঁহার মুখ হইতে আমরা এরূপ কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হই না।

ফল ক্যাম্বেল সাহেবকে লোকে বাঙ্গালির শত্রু বলিয়া জানে কিন্তু তিনিও একবার এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই যে, বাঙ্গলার ভদ্র বংশজাত ব্যক্তিরা নিম্নতর শ্রেণী চাষা ও অশিক্ষিত লোকের পদে অবনীত হয়। বরং তিনি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীকে পোষণ করিবার নিমিত্ত সবডেপুটি, কানগু প্রভৃতি পরীক্ষার প্রবর্ত্তনা ও স্কুল পাঠশালায় জরিপ প্রভৃতি শিক্ষা প্রচলিত করেন। টেম্পল সাহেব মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর সন্তান সন্ততি সুশিক্ষিত হয় এই নিমিত্ত ছাত্র বৃত্তি প্রদানের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তনা করেন। এই প্রণালীতে নিঃস্ব ভদ্র লোকের পুত্রেরা যত্ন করিলে সম্পূর্ণ গবর্ণমেন্টের বৃত্তি দ্বারা উচ্চতম শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে। টেম্পল সাহেব এই নিমিত্ত স্থানে স্থানে হাইস্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন এবং ভদ্র লোকের সন্তান সন্ততির অভাব দূর করিবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান করেন। ইডেন সাহেবের ইচ্ছা যে ভদ্র সন্তানেরা জাত্যভিমান, পদ মর্য্যাদা, উচ্চ অভিলাস পরিত্যাগ করিয়া নিজ হস্তে লাঙ্গল ধারণ করে এবং আমাদের ফেলু সেখ, পাঁচু বিশ্বাসের দল বৃদ্ধি করে।

মন্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ ও বাঙ্গলা দেশ।

গত বৃহস্পতি বারে সেরিফের আহ্বানানুসারে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে টাউনহলে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। অনেকের বিশ্বাস যে, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে যত লোক অনশনে প্রান ত্যাগ করিয়াছে ইংরাজ রাজ্যে অনাহারে এত লোক কখনও মরে নাই। অন্ততঃ ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ শাসন সুশৃংখল হওয়াবধি এরূপ ভয়ানক আকরে দুর্ভিক্ষ কোন স্থানে উপস্থিত হয় নাই। উত্তর পশ্চিমের দুর্ভিক্ষে ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে বটে অনেক লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। অনেকে অস্বীকার করেন যে, বেহারে সে বৎসর আদবে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল না, তবে যাহারা বিশ্বাস করেন যে লর্ড নর্থব্রুক যদি অজস্রজ অর্থ ব্যয় না করিতেন তাহা হইলে বেহার শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইত, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে মান্দ্রাজের সঙ্গে তুলনা করিলে সেবার দুর্ভিক্ষ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের এই ভয়ানক ও অসাধারণ মন্বান্তরে প্রপীড়িত ও মুমূর্ষ ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে টাউনহলে সভার অধিবেশন হয় এবং যদিও এই সভাতে লেফটেনেন্ট গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহন করিয়া ছিলেন না কিন্তু যিনি সভাপতির পদে মনোনীত হন তাঁহার পদও অতি উচ্চ। এসভা এদেশীয়দের যত্নে আহুত হয় না, চিফ জষ্টিস গার্থ সাহেব ইহার প্রধান অনুষ্ঠাতা, এবং যদিও ইডেন সাহেব প্রকাশ্যরূপে এ সভায় যোগ দেন নাই কিন্তু তিনিও ইহার এক জন উদ্যোগী। আবার মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বকিংহাম মান্দ্রাজবাসীদের রোদন সহ্য করিতে না পারিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তিনি যে রোদন রোল উত্থিত করেন তাহা লোকে সহ্য করিতে না পারিয়া কলিকাতায় এই সভা আহ্বান করে, অথচ সভা গৃহে সে দিবস যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহা বেহার দুর্ভিক্ষের সময় রাজা কোমল কৃষ্ণ প্রায় একাকী প্রদান

করেন। বস্তুত মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে কলিকাতার ইংরাজ ও এ দেশীয় ধনী ব্যক্তিরা একত্রিত হইয়া এ পর্য্যন্ত যাহা দান করিয়াছেন, অনেক জমিদার বেহার দুর্ভিক্ষের সময় তাহার ২০ গুণ ব্যয় করেন। আবার সভা গৃহে এত অল্প লোকের সমাগম হয় যে অতি সামান্য ব্যাপারেও ইহা অপেক্ষা অনেক লোক গমন করিয়া থাকেন।

সে দিবসের সভার দুর্গতি দেখিয়া অনেকে মনে ভারি কষ্ট পাইয়াছেন, আবার অনেকে সভাতে যে আদবে কেহ গিয়াছিল এবং ১০। ২০ হাজার টাকা উঠিয়াছিল ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। শেষোক্ত দলের বিশ্বাস যে বঙ্গদেশের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে মান্দ্রাজের নিমিত্ত ইহাদের দ্বারা যে এত দূর হইবে ইহাও তাহারা আশা করিয়াছিলেন না।

বোধ হয় মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত বঙ্গবাসীরা যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছেন উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের সময় ইহা অপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়াছিলেন। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় এবং অনেক বাঙ্গালী তাহা দিগকে অকাতরে অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন, কিন্তু বোধ হয় এবার মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত লোক যেরূপ উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হইয়াছে, উড়িষ্যা কি বেহার দুর্ভিক্ষের সময় লোকে সেরূপ কোন লক্ষণ দেখাইয়াছিল না। এবার যেরূপ গ্রামে গ্রামে, স্কুলে স্কুলে, গলিতে গলিতে দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, স্কুলের ছাত্র অবধি রাজ্যের উচ্চতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত ইহার নিমিত্ত অহোরহ চিন্তিত হইয়াছেন, বোধ হয় বেহার দুর্ভিক্ষের সময় ইহার কিছুই হইয়া ছিল না, অথচ বঙ্গদেশ হইতে এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত সর্ব্ব সমেত এক লক্ষ টকা উঠিয়াছে কি না সন্দেহ।

অনেকের বিশ্বাস যে মান্দ্রাজবাসীদের নিমিত্ত যে এত অল্প অর্থ সংগৃহীত হইতেছে এ আমাদের ঔদাস্যের নিমিত্ত নহে, লোকের দরিদ্রতার নিমিত্ত। বাঙ্গলার অবস্থা যত উৎকৃষ্টই থাকুক, বোধ হয় এখানে এক শত জনের মধ্যে ১০জনের অধিক সচ্ছল অবস্থাপন্ন ছিল না, কিন্তু নানা বিভ্রাটে ইহাদেরও আর দান করিবার অবস্থা নাই। বেহার দুর্ভিক্ষের সময় যাহারা ঋণ ভারাক্রান্ত হন, তাহাদের অনেকে আবার ছোট দরবারের প্রসাদাৎ আরো রসাতলে গমন করেন। এ দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন ঋণ জালে এরূপ জড়ীভূত হইয়াছেন যে, তাহাদের আর নিস্তারের উপায় নাই। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর অধিকাংশ লোক বোধ হয় আর ৫০। ৬০ বৎসরের মধ্যে নগণ্য হইয়া উঠিবে। আবার নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের অবস্থা যত ভালই হউক, তাহাদের দান করার অবস্থা এখনও হয় নাই এবং হইবার যে একটু আশা ছিল তাহারও মূলে গবর্ণমেন্ট আঘাত করিয়াছেন, সুতরাং মান্দ্রাজ কেন, এখন যদি বাঙ্গলায়ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও লোকের অর্থ সাহায্য করা কঠিন হইয়া উঠে।

আবার বাঙ্গলায় এক রূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ঢাকা প্রকাশ হইতে আমরা গত বার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, ঢাকার এক জন প্রধান ব্যক্তি তাহার পোষকতা করিয়া আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন। বরিশাল ও চট্টগ্রামের অবস্থাও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। যশোর হইতে এক জন ভ্রমণকারী কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন যে, যশোহরে বন্যা না আসাতে ধান্যের বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে। এবং দ্রব্যাদি অতিশয় দুর্মূল্য হইয়াছে হুগলি হইতে এক জন লিখিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষের বৎসর এদেশে চাউল ও ধান্য যেরূপ দুর্মূল্য হয় এবারও সেখানে সেই রূপ হইয়াছে। কোথা কোথা টাকা দিয়াও ধান্য ও চাউল পাওয়া যাইতেছে না। আবার স্থানে স্থানে জল বৃদ্ধি হইয়া শস্যের কি রূপ অনিষ্ট করিয়াছে আমরা সে সম্বন্ধে নিম্নে দুই খানি পত্র প্রকাশ করিলাম।

প্রথম পত্র।

“জাহানাবাদ এলাকায় দামোদর নদীতে বন্যা আসিয়া এবং জাহানাবাদের দ্বারিকেশ্বর নদী উথলিয়া ২৮শে ভাদ্র বুধবারে এ প্রদেশে ভয়ানক জল প্লাবন উপস্থিত হয়। ইহাতে লোকের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়াগিয়াছে। জল স্রোতে প্রজার ঘর দরজা গো অশ্ব নষ্ট হইয়াছে, কোথাও মনুষ্যও নাকি নষ্ট হইয়াছে। হৈমন্তিক ধান্য রসাতল গিয়াছে। যেরূপ সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে তাহাতে যদি এখানকার দয়ালু মাজিষ্ট্রেট বাবু প্রতাপ নারায়ণ সিংহ প্রজাদের সাহায্যার্থে গবর্ণমেন্টকে উত্তেজনা করিতে পারেন তবেই রক্ষা, নতুবা এখানকার লোকের আর কষ্টের সীমা থাকিবে না।”

উপরিউক্ত পত্র খানি রামপুরের তালুকদার বাবু বেহারি লাল সেন, রসুলপুরের তালুকদার ক্ষেত্র মোহন বাবু, এবং অন্যান্য পাঁচ সাত জন সম্ভ্রান্ত লোক স্বাক্ষর করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পত্র।

নিম্ন লিখিত ১৫। ১৬ খানি গ্রামের (বেনাই, আটিট, বৈহাটি, ভুয়া আড়া, চক চাইপাঠ, উদয় চক, দক্ষিণ বাড়, উত্তর বাড়, মহিসরেখা, মিচন্তপুর, পাঁচগেছুগ, আলিপুর, মানিকদ্বীপ, ফরিদপুর, ও চাইপাঠ) লোকদিগের কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইবে। গত বর্ষে ২৮শে আশ্বিন বন্যা আসিয়া ঘাটাল সব ডিবিজনের দক্ষিণ হইতে প্রায় ৮ মাইল স্কোয়ার পরিমিত স্থানের শস্য নষ্ট হইয়া যায়। এদেশ মধ্যে২ হাজিয়া যায় বটে কিন্তু আশ্বিন মাসে হাজা কেহ কখন দেখে নাই। তাহাতে প্রজার দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছিল। গত বৎসর ঐ জল সত্বর নিকাশ হইবার জন্য গবর্ণমেন্ট বাঁধে কয়েকটী হানা কাটান হয়। ঐ সকল হানার মধ্যে বেনাই গ্রামের নিকট একটী হানা অর্দ্ধ সম্পন্ন অবস্থায় থাকে এবং উগ্র দ্বারা ঐ সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ৩০শে ভাদ্র নদীর জল সহসা বৃদ্ধি হইয়া ঐ অসম্পন্ন হানা দ্বারা প্রবেশ করায় অনাথ প্রজা বর্গের এই ঘোর অনিষ্ট হইল। এবৎসর প্রজাগণ অতি কষ্টে কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সমস্ত আশু ধান্য ক্ষেত্র নষ্ট হইল। হৈমন্তিক ধানের ত কথাই নাই। আর এক বৎসর তাহারা আর এক মুষ্টি শস্যও পাইবে না মজুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তাহার উপর আবার জমিদারের খাজনা। ৪। ৫ দিনের মধ্যে শস্যের দর যেরূপ মহার্ঘ হইয়াছে তাহাতে সত্বর যে এখানে অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় পত্র খানি চাঁইপাট গ্রাম নিবাসী বাবু রামসুন্দর ঘটক ও ব্রজনাথ দে একত্রিত হইয়া লিখিয়াছেন। তাহাদের বিশ্বাস যে উপরিউক্ত অর্দ্ধ সম্পন্ন হানা দ্বারা এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এবং তাহাদের বিশ্বাস যে কর্তৃপক্ষীয়দের তাচ্ছিল্যে ইহা অসম্পন্ন অবস্থায় ছিল। ইহা অনুসন্ধানের নিমিত্ত তাহারা গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। সে যাহা হউক দেশের এই অবস্থা, সুতরাং এরূপ অবস্থায় মান্দ্রাজবাসীদের নিমিত্ত অর্থ সাহায্য করা এ দেশবাসীদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

গত সপ্তাহে তারে প্রেরিত যুদ্ধের সম্বাদ।

১৯শে সেপটেম্বর। অদ্য প্রাতে কাউন্ট আণ্ড্রাসি এবং প্রিন্স বিসমার্ক চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত কি পরামর্শ করেন; কেহ২ অনুমান করেন ইউরোপের শান্তি স্থাপন করা তাহাদের পরামর্শের উদ্দেশ্য।

২০শে সেপটেম্বর। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে যে অষ্ট্রিয়া, জর্ম্মেনী ও রুশিয়া সম্রাট ত্রয়ের মধ্যে আত্মীয়তা দৃঢ়ীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বিসমার্ক ও কাউন্ট আণ্ড্রাসীর সাক্ষাৎ হয়। ইতি পূর্ব্বে এই উদ্দেশ্য জর্ম্মেনী ও অষ্ট্রিয়া সম্রাট ইসচিল নামক স্থানে মিলিত হন। রুশিয় সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, রুশেরা ক্রমাগত প্লেবেনাতে বোম নিঃক্ষেপ এবং উহার চতুষ্পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিতেছে।

২১শে সেপটেম্বর। রুশিয় ইম্পিরিয়েল গার্ড ক্রমাগত বুচারেসট দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ডেলি নিউসের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, রুশেরা প্লেবেনার আক্রমণ পরিত্যাগ করিয়াছে। তুর্ক সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে মাহাম্মদ পাশা ধীরে২ বাইলার দক্ষিণ পূর্ব্বে বার মাইলে দূরস্থিত কোন এক স্থানে গমন করিতেছেন। রুশেরা এই স্থানে বিস্তর সৈন্য একত্রিত করিয়াছেন। এই স্থলে সত্বর ভয়ানক যুদ্ধ হইবে। এই রূপ রাষ্ট্র যে একটী রুশিয় সৈন্য তুর্ক রাজ্যের মধ্যে থাকিতে সুলতান কাহার বাক্যে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবেন না।

২২শে সেপটেম্বর। এই রূপ রাষ্ট্র বাইলার নিকট এক লক্ষ রুশ সৈন্যের সঙ্গে মাহাম্মদ পাশার যুদ্ধ হয় এবং তুর্কেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে ও রুশেরা বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মন্টিনিগ্রোরা দুগাপাশ অধিকার করিয়াছে। বেনিকালম নামক স্থানের ওদিকে চিয়ারকেন্স নামক গ্রামে রুশেরা সৈন্য ব্যুহ প্রস্তুত করে। এই রূপ রাষ্ট্র মাহাম্মদ পাশা এই দুর্গ এবং এখানে যে নদী আছে তাহার তীর দিয়া বরাবর রুশদিগকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তুর্কদের কোন সরকারী পত্র এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

জেনারেল ইগনাটিফের উপর রুশ সম্রাট অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি কাইবা নামক স্থানে গমন করিয়াছেন।

২৪শে সেপটেম্বর। রুশ সরকারি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, শিপকা পাশে ১৭ই তারিখে রুশদিগের ১৭ জন কর্ম্মচারী ও এক হাজার সৈন্য হত হইয়াছে। উভয়ই প্রাণ পণে যুদ্ধ করিতেছে।

রুশ সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ২১শে তারিখে তুর্কেরা পুনর্ব্বার নিকোলাস দুর্গে বোম নিঃক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। তদপর ইহা আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ যত্ন করে কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। এখানে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইতেছে।

জেনারেল টাগুকান যে স্থানে সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ১৯এ তারিখের রাত্রে স্মাইল পাশা সেই স্থান আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন। তুর্কেরা বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রিউটারের বিশেষ সম্বাদদাতা প্রকাশ করেন যে, ইগডির নামক স্থানের দক্ষিণে টাগুসোরে যে সৈন্য ছিল তুর্ক সৈন্য কর্ত্তৃক তাহা প্রায় বিতাড়িত হইয়াছে।

ইরিবান নামক স্থানে শস্য উৎপন্ন না হওয়াতে রুশদিগের আহারীয় দ্রব্যের অপ্রতুল হইয়াছে।

তুর্ক সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তুর্ক সৈন্যেরা এরূপ স্থানে গুলি বারুদ লইয়া আসিয়াছেন যে স্থান হইতে প্লেবেনা দুই ঘণ্টার পথ। ২১শে তারিখে বায়লাতে যুদ্ধ হয়, কোন পক্ষেই জিত কি হারি হয় নাই।

২৩শে সেপটেম্বর। সলিম
তারিখে প্রকাশ করিয়াছেন যে
ক্রমাগত বোম নিঃক্ষেপ করিতেছে
ইম্পরয়েল গার্ড রুশিয় আরি
মিলিত হইয়াছে।

রুশ সরকারী পত্রে প্র
সম্বাদ পত্রের সম্বাদ দা
জাস্ত্রার উপর চারকউনা
রুশদিগকে আক্রমণ করে
তুর্ক অশ্বারোহীরা
করে এবং পরা
না পৌঁছনে তাহ
২০ জন কর্ম্মচারী
তুর্কেরা ইহা অ

SCRAPS AND COMMENTS.

Apropos of Suleiman Pasha, the *Times* correspondent at the head quarters of the army of the Balkans writes :—

He is a most unostentatious and reserved man. His head-quarters are the very reverse of the gorgeous establishments one sees with many generals of much less pretence than this the most successful and favoured of the Sultan's field-marshals. His tent consists of a simple piece of canvas stretched across two sticks, under which he crawls at night and sleeps on the ground, and, being once in, leaves no room to spare for a shake down for anybody else. Guards, sentries, orderlies, and all the pomp and circumstance of military rank are dispensed with, and his two or three aides-de-camp bivouack in like style near him. His two horses are picketed in front of his tent, with their saddles on their backs, and take their chance of forage with the rest of the cavalry in the same way that their master expects no different fare from the rest of the army. He is a man of about 40 to 45 tall and strongly built, with a rough, weather-beaten force, a facehead very much wrinkled, and a short red beard and moustache. He speaks French a little. His character seems singularly simple and self-reliant, and presents contrasts which make it still more exceptional. In detail and in matters of organizatiol he seems to have great readiness, a quick perception of what is necessary as to provisioning, forwarding ammunition, or any other administrative part of generalship, while at the same time he appears to have the intuitive qualities of a born commander, which enable him to carry out a plan rapidly and successfully without going through any of the accepted and round-about methods of modern warfare. I would instance in this respect the extraordinary way in which, in a few hours—I believe in 48—he transported the whole of his army from Adrianople to Karabunar.

The following account of the Turkish Commander-in-Chief Mahomet Ali Pasha will be read with interest at the present time :—

The present Serdar, or Commander-in-Chief of the Turkish armies in Bulgaria, is a German by birth, Mahomet Ali Pasha, whose real name is Jules Detroit, his father being of French extraction. He was born at Magdeburg, in Prussia, in the year 1829. When he was fifteen years old, after having passed through the schools of his native town, his father, who was a musician with a very limited income, unable to provide for the further education of the boy, took him to Hamburg, where he obtained an engagement as sailor-boy upon a German merchant-ship. The captain being a cruel and brutal master, and the crew treating the boy equally ill, young Detroit resolved to avail himself of the first opportunity that should offer in order to escape. This occurred while the ship was at anchor in the Bosphorus. Detroit reached the European shore at Balta Luman, and soon found a generous patron and kind friend in the then Minister of Foreign affairs, subsequently Grand Vizier, Ali Pasha. This was in 1847. Ali Pasha received the young German into his household. While in Ali Pasha's palace Detroit embraced Islamism and adopted his present name. In 1849 Ali Pasha placed him as a pupil in the Military College, in which pupils were taught, fed, and supported by the State. The masters were the most efficient that high salaries could attract, some French officers and some Prussian. Mahomet speaking both French and German fluently, and being a sharp and active lad, became a general favourite, and the masters did their best to help him on. In 1853 he passed the final examination with credit and obtained a lieutenancy. The prospect of speedy promotion was held out to him if he would remain at the school as an assistant-master, but he preferred active service, and had the good fortune to be attached to the staff of Omar Pasha, with the rank of Captain, in 1854. In that position he took part in the campaign on the Danube and the Crimean War, and had a good opportunity of observing what was going on and, at the same time, improving his mind ; for there were distinguished officers of various nations—English, French, Italian and Spanish—at Omar Pasha's head-quarrters, with whom Mahomet cultivated a friendly intercourse. He especially delighted in the company of the late General Prim and the French Colonel Dieu. Ali Pasha continued to afford Mahomet his friendly protection, and, in truth, was the means of his rising rapidly in his military career. He was appointed Major-General in the year 1868, when only thirty-nine years old, and became Mushir, or Field Marshal, in the early part of the present year.

General Strecker, whom Mahomet Ali Pasha has appointed his Chief of the Staff, is a very competent officer, who served formerly in the Prussian army, and entered the Turkish service as Military Instructor, having been recommended for the office by his Prussian superiors. Blum Pasha also served in the Prussian army, leaving it with the rank of Captain, when he took service with the Porte as Military Instructor. In the year 1870, although then a Pasha, he applied to the Prussian War Office for leave to re-enter the Prussian army, even with his former rank of Captain. But this request was refused ; and it was intimated to him that it was not for the interest of Germany that officers who had taken service in the Turkish army should quit it. Blum Pasha is now Commandant of Varna, and ought to be well qualified for that charge, having been for several years Inspector-General of Ordnace in the fortresses. Mahomet Ali Pasha is not on a footing of great intimacy with his fellow-countrymen. It is even said that the former ship-boy, who has to endure so many indignities in his old vocation, feels that Prussian officers will scarcely look upon him as socially their equal whatever his present military rank may be. He seems studiously to avoid as much as possible all intercourse with them. Strecker and Blum have remained Christians, while some say Mahomet Ali affects a Mussulman fanaticism which he does not feel, and that he has thus acquired an authority and respect to which otherwise he could not pretend. His wife belongs to an Osmanli family of high rank, and such ladies confer an honour on a man of inferior station whom they may marry. It is, in any case, a fact that Mahomet Ali Pasha is now received within the *clique* of the Stamboul Effendis, and treated by the same as one of themselves. There can be little doubt that he owed his promotion more to the influence of Turkish personal friends than to the accident of his Prussian birth.

That the electric light is destined to supersede the rows of gas lights in our streets, is hardly doubtful, we think, and the change may not be very far off either. A Russian Engineer officer M. Paul Jablochkoff, is stated to have invented a new apparatus, which has been tried in Paris with great success. It differs, says a home contemporary, from any hitherto in use, in having the two carbon ends placed side by side, instead of one above the other.

Brigham Young, the great chief of the Mormons, died on Wednesday, Aug. 29. He was not the founder of the polygamous sect which dwells at Salt Lake City—that is a distinction to be awarded to Joseph Smith, but Young did more than Smith ever dreamed of doing to build up the worldly fortunes of the Latter Day Saints. The book of Mormon would have done but little unless Brigham Young had possessed consummate cleverness and gennuine organising power. From his colleagues and subordinates he received little or no assistance. It was entirely the result of his own individual skill and vigour that he erected a flourshing city in a wilderness, transformed a pestilent superstition into a practical rule of life, and made out of a promiscuous multitude, which included the scum of Europe—the most thriftless, idle, and immoral—an industrious and thriving community, Brigham Young leaves behind no successor, and it is probable that with his death the decline of Mormonism will actively commence.

The Government Director of Indian Railways in England, Mr. Juland Danvers, has just published his report on Railways in India for 1876-77. His report says:—

There were open in India 6,937 miles of railway, of which 479 were completed during the year 1876. Of this length, 767 miles are laid with a double line; 5,748 are constructed on the 5ft. 6in. gauge,, and 1,162 on the metre guage. The most important additions made within the year are those of the South Indian Railway, between Madras and Tuticorin, and of the Panjab Northern Line, between Lahore and Jhelum. The works on the Northern Bengal and the Indus Valley have been advanced considerably, and it is expected that portions of these lines will be opened during the present year. The line from Rangoon to Prome is probably by this time open for traffic. The total amount expended on the railways to the 31st of March last, as regards the guaranteed lines, and to the 31st of December, as regards the Sate lines, was £109,364,867, of which £94,272,265 consisted of guaranteed capital, and £15,092,602 was raised by the Government for the State lines. During the year 1876 about £3,5000,00 was expended on the State, and £879,665 on the guaranteed lines.

Burmha does not fare better than Bengal as regards administration of justice by English Huzoors. Here is an instance to the point. Moung Phokin, a bazar goung, or headman of the Government bazar at Pegu, was recently sentenced by the Deputy Commissioner of Rangoon to four years' rigorous imprisonment and a fine of Rs. 500, for criminally misappropriating a sum of Rs. 15. He got off on appeal, the Commissioner finding that there was nothing on the record to show that the amount had not been paid to the Government. A civil action for damages is talked of by the accused, who has been nearly two months in jail, whilst his case was proceeding.

The *Levent Herald* gives some particulars about the new Turkish gendarmerie under Baker Pasha. Amongst the officers are Colonels Earle and Tahir Beg, both ex Indian policemen ; Colonel Shuldham, late Madras Infantry, and Captain Studdy, another policewallah, besides other officers from European regiments.

If the special correspondent of the *Manchester Times* is to be believed, a compact has long been formed by Russia and Germany to divide Turkey amongst themselves. Here is the deed of partition :—

No one has ever doubted that the chief promoter of the present war is Prince Bismarck, who, it is asserted by people in a position to know, and who weigh carefully their words, say that the Chancellor has, with the collaboration of Prince Gortschakoff and General Ignatieff, devised a plan for the remodelling of the map of Europe, to which both Russia and Italy have given their unqualified adhesion. This treaty will be followed, at the proper moment, by a war with the nations of Western Europe, and particularly with France, whose partition is to be the price paid by Russia for Germany's moral support until after the conclusion of satisfactory terms with vanquished Turkey. Bulgaria, Roumania, and one half of Servia, with a certain amount of territory, in Asia Minor, are to be annexed to the Russian Empire. Should Austria consent to join the alliance, she will receive Bosnia, the Herzegowina, Servia west of the Morava Valley, and Roumelia—that is to say, Bulgaria south of the Hoemus, Epirus, Thessaly, Thrace, and Macedonia, as far as Salonica, which is to become an Austrian port. If she refuses to give her adhesion, Hungary and Transylvania are to be divided between Germany and Russia, as also Galicia ; the other provinces to enter into the Germanic Confederation, with the exception of the Tyrol, Illyria, and Dalmatia, which are to be given to Italy. The Bosphorus is to be opened to the commerce of all nations, with Constantinople as a free port under the collective guarantee of the high contracting parties. France is to be invited and, if necessary, compelled, to make the sacrifice of Belfort and the remainder of Lorraine to Germany ; of Nice and Savoy to the kingdom of Italy ; Toulon is to become an Italian port ; Holland, Belgium, and eventually all Poland to be annexed to the German Empire. But from the manner in which the Turks are chastising the Russian bear it would appear that it is not after all so easy to drive the Turks "with bog and baggage" from Europe. Russia single-handed has been defeated whenever she has come into contact with Turkey, and we have yet to see whether Russia and Germany combined meet with a better fate.

The last step in modern progress taken by the Japanese is that a meteorological observatory, with all the best modern instruments, is to be established at Kaga Yashiki.

It is reported that matters are begining to assume a really serious aspect in Nepal, and that there is every probability of a civil war breaking out. It appears that the Thappa party, who were so effectually cowed by the late Jang Bahadur, have again taken heart, and intend making a bid for power. A good deal of intriguing has been going on ; as a result of which the Commandant of Elam, a Thappa, related by marriage to the late Prime Minister, has had to live his district precipitately, and is now living in concealment.

Among the reserves called up in Russia are several battalions of Jews, who, if sent to the front, will be the first of this race to make a *debut* in fighting since the destruction of Jerusalem. Until 1874 the Jews in Poland and other portions of Russia were exempt from military conscription ; partly by reason of the aversion that was entertained towards them by the orthodox soldiers, and partly on account of their being regarded in the light of foreigners. When, however, the decree of universal conscription was promulgated, a cry arose among the Russian merchants that they were placed at a disadvantage with respect to their competitors in trade, and as the latter formed a large proportion of the population of Poland, the Government felt that their exemption was an injustice to the rest of the people. Orders were therefore given for the Jews to become amenable to the new military law, and numberless were the caricatures depicted, when for the first time in European history the Israelites were chosen by ballot, and formed into battalions of infantry. When effiminate Hebrews have been converted into warriors there is yet hope for the Bengalees.

Home News August 31. says :—

Just a week ago it was stated in the pro-Turkish papers, such as the *Daily Telegraph* and the *Morning Post* that the Shipka Pass had been taken by Suleiman Pasha. It turned out that it was the village of Shipka, two miles to the south, which had been occupied. There has, however, been since then fighting fierce, destructive, and almost unintermitting in the Pass Itself. The word Pass appears to be a misnomer. It is not a single fortified defile, but a deep ravine, with densely-wooded slope on either hand. On 24, Friday Aug, Suleiman commenced his attack, not only on the Russian front, but on the Russian flanks. Throughout Saturday, Sunday, and Monday there was scarcely any pause in the game of slaughter. There were Turkish and Russian onslaughts, and again Turkish and Russian repulses. The whole series of bloody engagements, which are not yet concluded, bids fair to terminate in a drawn battle. The war correspondent of the *Daily News*, who has accomplished one of the greatest feats of journalism by telegraphing on Sunday a most admirahly graphic account of the fighting since Friday, occupying six columns of his newspaper, is of opinion that the Russian General Radetzky will hold Shipka. The heights are strewn with dead, unburied bodies ; a pestilence is being bred. The Russians, attacked on all sides, are computed to have lost upwards of 3,000 men killed, as many more being missing or wouded. While the valour of both armies has been conclusively proved in these fearful trials of strength—the Russians, outnumbered by nearly three to one, holding their own in the face of fearful odds—the Turks have shown that they can not only fight from their entrenchments, but they are terrible foes when they take the offensive and fight in the open.

The same paper has the following on Russian atrocities :—

Revolting narratives of the lust and bloodthirsty rage of the Muscovite soldiery continue to reach us, but from sources which render it necessary that large deductions shouldbe made on the score of want on exaggeration. Colonel Wellesley, the English military *attache* at the Russian headquarters, who may be credited with a tolerably sincere hatred of the Czar, his soldiers, and all their works, has written a despatch which the English Government would have done well to publish before this, and in which he signifies his entire disbelief in these allegations against the Russians. Excesses, of course, there have been of the worst kind—some of them perpetrated by Cossacks, and others by Bulgarians insolently exulting at the prospect of liberation from the detested Mussulman rule. But there are no signs that the regular troops of the Czar are active agents in the organised system of savagery which, if not encouraged, is certainly not adequately repressed by the Turkish Pashas. It should be mentioned that, in reply to the protests of Prince Bismarck against the violations of the Geneva Convention by the Ottoman troops, the Porte has circulated a Turkish version of the Convention among its soldiers. But it has given no direct order for its observance ; still less has it announced that its non-observance would be accompanied by pain and penalties.

The following touching account of a sister's devotion and how an innocent man in the name of justice was transported for life has been published by the Bombay *Rast Gafter* :—

An instance of singular devotion on the part of a sister whose prolonged efforts to obtain the release of a brother condemned to perpetual banishment on a false charge have only just been crowned with success. Dada Jeeva, the injured man, was a native of the Dhundhooka talooka, whence for a crime of which he had been falsely accused, he was removed to undergo the penalty of life transportation. The crime laid to his charge, at the instigation of an enemy, was that of dacoitee, for which he was convicted and sentenced as above, during the absence of his sister on a pligrimage in Benares. The sister on learning his sad fate determined upon proving his innocence and started on her errand in the disguise of a female ascetic. All her resources, and they were not inconsiderable, were henceforth devoted to this one object, in the prosecution of which she visited Dhundhooka, Wudhwan, Dhrole, Ahmedabad, beseeching the intervention of the authorities and collecting evidence on behalf of her banished brother. Proofs of the unhappy man's innocence began to acumulate, and the result of her inquiries was

ultimately placed before the Hon'ble Mr. Rogers who, after prolonged investigation, and on the ground of written evidence of various sorts, was convinced of Dada Jeeva's innocence, and communicated to the happy sister the order of Government commanding his release after a banishment of ten years. The unfortunate exile has but just returned, only to become an inmate of the Colaba Lunatic Asylum, with a mind completely deranged by the shock sustained by him on his being declared innocent and set free by the authorities. Such has been the melancholy end of Baeeba's noble and self-denying efforts to rescue her unfortunate brother from a life of perpetual misery, for whom she spared neither health nor fortune, and encountered untold perils till his release was consummated. Baeeba belongs to a race of hereditary minstrels called *charuns*, and inherits their faculty of impromptu verse to such an extent that she has embodied her feelings of gratitude and esteem for the "kind Mr. Rogers" in rhymes of considerable merit. These she may now be heard singing in Bombay.

A similar case occurred in Bengal not long ago. One Biswanath Chuckerbatty of Dum Dum was transported for life to the Andamans. His devoted sister laboured for full 20 years to release him. She had been four or five times to the Andamans to see her brother. Her long-cherished desire has at last been fulfilled. Her brother got his liberty last winter on the proclamation day, and though both are very old, yet Biswanath and his sister are now living a happy life.

Water-Gas is superseding coal-gas in the cities of America, a thousand cubic feet costing only twenty-five cents, against two hundred and fifty cents for the latter.

Lord Lytton is said to have narrowly escaped a Railway accident. The *Englishman's* Madras correspondent writes :—

On Wednesday night, September 5th, as the express was speeding through the darkness on its way to Bangalor, the Viceroy (said rumour) had a "narrow escape", and, in spite of red lights, danger signals, and detonators, was only saved, in reality, by the quickness and prompt, intelligence of Guard MacMahon, of the 8-30 P. M. goods train. This occurred not far from Chinamapet station, where the express, by means of many breaks, steam shut off, and engines reversed, managed to stop within a few yards of the disabled train. A few minutes more, and there would have been a catastrophe, some dismal prophecies would have been fulfilled, and the obscure tract of country between Chinamapet and Arkonam rendered famous. But, all's well that ends well; and it is refreshing to learn, when all is over that there was no accident, no chance of a collision and not even a detonator—only a delay of fifty minutes, caused by a heavily loaded train, which preceded the express by some hours.

Now that the Lord of the Belvedere has condemned the Native Press, the Commissioners have of course no other course than to follow in his wake. The Commissioner of Dacca observes :—

"It seems to be an impossibility for any Native paper to exist for any length of time without becoming either scurrilous or offensive. They are great on politics, news in regard to which they gather from a variety of sources. They discuss local topics with great vigour, if not with much power, and they criticise the conduct of public officers often with greater freedom than judgment. So long as their attacks are confined to Europeans they do not much signify; but they are very apt to intimidate Native officials (some of whom appear to have a morbid dread of appearing in print), and in this way are likely to do harm. Their influence on the mass of the people, not one in a thousand of whom knows of their existence, is absolutely *nil*."

The Afghans are now reported to be convinced of the sincerity of the Amir of Cabul in the cause of their religion, and preparations are being made with alacrity everywhere to respond to the call of the Sultan. The ordinary business of the realm is almost forgotten; nothing but the din of arms is heard everywhere, and the sight of the spectators is gratified with the flutter of the banners of the different martial clans, headed by their respective chiefs.

The *New York Times* thus discourses upon Ireland, for the comfort of Irish-Americans :—

"An Irish landlord, of the greatest influence in his own county, assured me, the other day, that he had never known the county to be in so disturbed and dangerous a condition. Everywhere said he, 'the peasantry are being drilled with the utmost care and regularity, and they are now all well armed. The police dare not interfere. The people hope that England will get to war with Russia and then they may expect to give her some trouble, and they will do so too. In the event of a foreign war there would not be many troops to spare for the suppression of an insurrection in Ireland." About London he says :—'There are thousands upon thousands of men in this vast metropolis, who could not be stirred to enthusiasm over anything except the sight of the red flag and the cry that there was a city to be sacked. It will take a small army to keep London in order the next time England is at war, and the pinch of distress begins to be felt by the people."

The *New York Times* is conducted by Mr. Jennings, an Englishman. So it is an English fowl who fouls its own nest.

The following account has been received from Peshawur of the Turkish Envoy from that place towards Cabul :—

He arrived at Jamreed on the 2nd instant, where he was received in state by Mahomed Yusuf Khan Shaghasi and Shah Mard Khan, attended by thirty followers. With these officers His Excellency passed a part of that night in festivity, and in recounting various anecdotes of the different countries through which he had travelled. The next night, 3rd September, the Envoy was at Lahargi, where a number of very valuable horses, sent by the Ameer for His Excellency's use, were in readiness for him. These horses had been sent down by the Ameer from Cabul to Lahargi in three days, having been despatched soon as the Ameer heard that the Envoy had brought none with him. The Envoy arrived at Daka on the 4th, and was received there by General Gholam Haidar Khan who came out to meet him with forty sowars. On His Excellency's nearing the fort at that place, a regiment of infantry presented arms, and a salute of sixteen guns was fired. The Envoy was much pleased with the reception given him by Gholam Haidar Khan. On the same day he started for Gardi; and is expected at Jellalabad on the fifth instant.

It is reported from Cabul that a third Russian Envoy is expected shortly to arrive there, presumably to endeavour to neutralise the effect of the Turkish mission. The house in Cabul that formerly belonged to Mahomed Aslam Khan, but which is now state property, has been prepared for the reception of the new Envoy.

The following is a list of Russia's conquests :—

1. From Sweden.—The Baltic provinces, Courland, Livonia, Esthonia, the islands of the Bosnian Gulf, Finland, and Lapland, together 320,000 square miles; or considerably more than now remains of that ancient kingdom.
2. From Poland.—all the territories between the Vistula and the Dnieper, a piece of land as large as the whole Austrian Empire.
3. From Turkey in Europe.—The Crimean Peninsula, Bessarabia, Kherson, and the province of Azov, in all, 160,000 square miles, or more than the American States of Ohio Indiana, and Kentucky taken together, or about 112,000 square miles, while her acquisitions from Turkey in Asia are equal in extent to the State of Texas, or 238,000 square miles.
4. From Purssia.—The district of Bialystock, with 184,000 inhabitants, wrested from Frederick Wilhelm with the aid of the First Napoleon July 71,807.
5. From Austria.—The province of Tarnapol, in Galacia, with 400,000 inhabitants, obtained through the influence of Napoleon at the treaty of Schonbrun.
6. From the Circassian Confederation.—One hundred and seventy thousand square miles, acquired by a war of extermination against the Mohamedan highlanders.
7. From Persia.—Districts on the western, southern, and south-estern shores of the Caspain, exceeding in size the area of New England.
8. From China.—The province of Amoor. Klenga, larger than the State of Ohio, or 40,000 square miles.
9. From Japan.—The Island of Saghalien, larger than Sicily and Sardinia taken together.
10. From Tartary.—The enormous territory between the Caspain and the Balkal Lake, equal in extent to Austria, Prussia, France, Spain, and Italy taken together.

We cull the following from the *Englishmnn's* Paris correspondent's letter :—

Midhat Pacha has not been recalled; he is here to observe the shifting course of French politics, and to prepare the way for the negotiation of a Turkish loan. The ex-Grand Vizier lives in the Avenue d'Eylau, in one of those small houses called by the French a pavilion. He goes very little into society, but receives many visits from eminent personages. Lord Lyons has been thrice to call on him. Another of his visitors is Klapka, who furnished to the Sultan the plan of campaign, in following which Suleiman Pacha and Osman Pacha are covering themselves with glory. The Hungarian General thinks, however, that the Turks, in enticing the Russians on towards Roumelia, should not have suffered them to take possession of the Schipka Pass. There they should have stopped the invaders. Klapka whom I knew some years ago a handsome, manly lady killer, has grown quite grey, and looks a decade more than his age. In his opinion, the Turks are soldiers of the best mettle, and he trusts their successes will enable Western Europe to perceive their many solid virtues. Klapka thinks that, if peace will suit Bismarck's purpose, the war will soon be at an end; but he is apprehensive that the German Chancellor wishes again to attack France, which may lead him to make common cause with Russia. "Prussia" says Klapka, "is just now very busy (*elle se remue beaucoup*) The Crown Prince and his wife have gone to Ostend, to detach Belgium from England and Austria, and to get her to play to Germany, in her meditated attack on France, a part analogous to that which Roumania plays to Russia. They have asked King Leopold to hereafter give his second daughter to Prince Henry, their younger son, who is in the navy. Leopold wants them to let him have Prince Frederick William, the eldest son, for a son-in-law.

The same correspondent says :—

Midhat received on Monday a deputation from the Positivists of France, assuring him of their good wishes for Turkey, and of their sympathy and respect for him personally. Littre was not present but he signed the address, which was read by his eminent disciple, Doctor Robin. The Positivists are for Turkey, because that power is a necessary link between Asia and Europe. Its existence is a great fact, with which there is no arguing. There is no use in quarrelling with it. States men, though they may dislike it, will have to accept it; they might as well talk of eliminating orange, or green, or violet, from the rainbow, because they prefer the undivided reign of primary tints. From the moment Mr. Gladstone talked of turning the Turk neck and crop out of Europe, the Positivists, both here and in London, took this ground, and Dr. Congreve ably exposed the absurdity of the Gladstonian platform. In his answer, Midhat thought the Muhammadans could bear comparison with the Christans. They had polygamy, it was true; but had not the West its "social evil ?" Spain had prospered under the Arabs, but had dwindled away into her present state of decrepitude under most Catholic princes, who had degraded the matchless Alhambra, and let it go to ruin. The Turk respected truth. It would be an insult to the poor Turk to compare him with the poor brustalised Christian, who spends his wages in getting drunk, and amuses himself by kicking his wife. Any one who had ever been in Turkey must know that the former was sober, had respect for himself and for others, was honest, and, so far from being cruel, was in sympathy with the whole animal creation. He was also deeply imbued with a religious feeling, and tolerant of the religions of others. Midhat, in conclusion, remarked that, as nothing succeeded like success, he felt sure people would come to penetrate the wickedness and shallowness of those so-called statesmen who, for party purposes, got up a crusade against the Turks, and falsely made them out to be a band of cowardly cut-throats, who ought to be excluded from fellowship with civilized nations. Midhat is not so sure as General Klapka that Germany now meditates an alliance with Russia. He thinks that Bismarck was revolving one in his mind before the Turk gave proofs at Plevna that he was not a sick man; and his present wish is proabbly for fighting to continue, until Russia is well bled, and unable to stand in the way of Prussian ambition. The protest of the German Ambassador against Turkish cruelties Midhat regards a *bonne farce*, intended to throw dust into the too sharp eyes of Prince Gortschakoff.

It is said that the orders of the local Government to reduce the expenditure of the Bengal Police, are now being carried out in right good earnest. A reduction of about Rs. 24,000 a year has already been effected, and a further saving of some Rs. 33,600 per annum is anticipated.

The following is the telegraphic summary of the week :—

London, 19th September.

Prince Bismark and Count Andrassy held a conference this morning, which lasted for four hours.

A semi-official in the *Provincial correspondenz* of Berlin indicates that the object of the interview was to consider ways and means of furthering European peace.

London, 20th September.

Mr. Fawcett, speaking at an Indian famine meeting at Salsbury, deprecated a grant from the British Government because it would weaken local energy. Economy, he said, urges retrenchment in Indian army expenditure, and the employment of the surplus on Irrigation works.

The Mansion House Fund has reached 200,000 pounds.

According to trustworthy intelligence, the interview between Prince Bismarck and Count Andrassy at Salzburg was a sequel to the late meeting between the Emperors of Austria and Germany at Ischl, to strengthen and complete the understanding between the three Emperors.

A Russian official despatch, dated Plevna, 19th, states that the blockade and bombardment of Plevna continue.

London, 21st September.

The Russian Imperial Guard are daily passing, through Bucharest on their way to the front. The *Daily News* states that an attack on Plevna has been abandoned by the Russians. A Turkish official despatch states that Mehemed Pacha is slowly advancing along the right bank of the Banikolom towards Kopriva, twelve miles to the southeast of Biela, where the Russians are concentrating their troops. A great battle believed imminent in that quarter. According to information received from Constantinople, the Porte will refuse to entertain any proposals for mediation while a single Russian soldier remains in Turkey, and will also refuse an armistice unless concurrent with peace proposals.

Paris, Sept. 22.

The result of M. Gambetta's second trial is the confirmation of the previous sentence. An official decree orders the elections to the new Chamber of Deputies to be held on the 14th October. Both Houses of the French Legislature are convoked for the 7th November.

London, Sept. 22.

It is reported that Mehemed Pacha has gained a complete victory after many hours continuous fighting over 100,000 Russians at Biela. The Russian losses are stated to be great.

The Montenegrins are masters of the Duga Pass.

Marshal MacMahon's manifesto has caused uneasiness. The Republicans are indignant and have issued a counter manifesto.

London, Sept. 2[illegible].

According to unofficial Turkish accounts the attack by Mehemed Pasha was on the Russian positions beyond Banikalom, where the Russians are strongly entrenched in the village of Tchairkeni and along the river. No Turkish official account of the battle has yet been received. Ignatieff is in disgrace with the Czar and has gone to Kier.

London, 24th September.

A Russian official despatch states that the Turks on the 21st resumed the bombardment of Fort Nicholas in the Schipka Pass, and afterwards made repeated and unsuccessful attempts to carry it by assault. Fighting is continuous. On the 19th, at nightfall. Ismail Pacha attacked the position occupied by Tergukasow, but was defeated with great loss.

Reuter's Special Correspondent states that Tergukasow's positions have been almost turned by the Turkish force south of Igdyr. Supplies are falling the Russians, owing to failure of crops in the province of Erivan.

A Turkish official despatch states that a Turkish division, acting as convoy to ammunition, has arrived two hours march from Plevna.

Fighting took place at Beila on the 21st; result indecisive.

London, 24th September.

A Russian official despatch states that the Russian loss in the Schipkas Pass on the 17th was 31 officers and 1,000 men, the fighting is described as desperate.

Paris, 24th September.

An Electoral Manifesto by the late Mons. Theirs has apeared in which he lays great stress upon republican ideas and declares a republic with an anti-republican personell to be intolerable.

London, Sept. 25.

A Russian official despatch, which is confirmed by news paper correspondents, states that on the 21st Mehemed Pasha made repeated but unsuccessful attempts to carry the Russian positions at Tcherkowna on Juntra. The Turkish infantry reached enemy's entrenchments but were defeated and compelled to fall back their supports failing to come up. The Russian loss was 20 officers and 400 men; the Turkish loss was heavier.

Russian reconnoitring parties have met the Turks advancing to the relief of Osman Pacha, and have fallen back.

A Turkish official despatch states that the Turkish division conveying ammunition has entered Plevna.

London, Sept. 25.

Advices from Suleiman Pacha dated the 23rd, state that the bombardment of the Russian positions in the Schipka Pass is continuous. General Todleben directs the siege of Plevna. The army of Czarewitch has been reinforced by two divisions of the Russian Imperial Guard.

London, 26th September.

The Turkish troops have occupied a natural stronghold in Roumania opposite Silistria.

The total Russian and Roumanian loss before Plevna has been 27,000 men.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No 2 Anando Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 1877.

The first edition of "The War," having become exhausted, the enterprising publishers Messrs. Wyman & Co., have brought out a cheap edition, a copy of which has been kindly sent to us. We hope it will also command a large sale like its predecessor.

—ooo—

Those Hakims who feel a delight in abusing men who have the misfortune of standing before them as prisoners of the bar will be sorry to hear that one of their number has lately been punished for indulging in what they consider as a quite innocent pastime. One Ram Manikya Chuckrabutty was defendant in a case which came before the Deputy Magistrate of Noakhalee, Babu Sharoda Prosad Sircar. The Hakim took that opportunity of using some choice expression towards the defendant, who feeling himself aggrieved, brought a civil suit against the Deputy Magistrate. The case was taken up by the District Judge himself, who has, we are told, given a decree in favor of the plaintiff. Babu Saroda Prosad, we hear, is an inhabitant of Hoogley, while Ram Manikya that of an insignificant village in Hill Tipperah. Thus it would appear that an enlightened inhabitant of Hoogley has learnt a lesson from a savage, illiterate hill man.

—ooo—

We have much pleasure in giving a prominent insertion to the following letter which has been addressed to our distinguished Townsman Babu Peary Chand Mittra by the leading spiritualist of the day Mr. Andrew Jackson :—

Dear Friend Mittras :—I have your very kind letter with your photograph, for which we all return to you our most sincere thanks. Also we all thank you for your very just and eloquent biography of David Hare ; and today we have your "Development of the Female mind in India"—which shows that in the Vedic Period woman was as truly exalted as she ever has been under the influence of Christianity.

It will advance the world to become acquainted with what has been taught by different races and in different ages *before* the Christian Era. I take the liberty to send you a little work of mine concerning women &c &c. It will go to you with this mail.

Please let me hear from you again, and also please send me anything you would like your friend to read.

With very fraternal regard for
you and your family, I remain
Very truly
(Sd.) And. J. Davis.

—ooo—

Since the utterances of Mr. Eden on the subject of the vernacular press in Bengal, it has become an extremely difficult task for us to make a selection of facts which we are authorized to publish in the papers. Will any of our contemporaries or the Government of Bengal condescend to enlighten us whether the publication of the following fact, authenticated by a man of position in the district, is permitted or not? The facts are however only these. Three fourth class boys of the Noakhallee School were singing a song, the subject being the *Exile of Seeta*. They were sitting on the side of a tank, on the other side of which there was a Mussalman mosque. They were interrupted in the middle of their song by the approach of a buggy which contained a lady and a gentleman. The gentleman was the Judge of the district, and the lady, the wife of the Civil Surgeon. The buggy passed by them and they ceased their song, and as evening was approaching they rose to go home. But the buggy wheeled and came back upon them on a sudden. And why did the buggy come back? The Judge had a whip in his hand, and you can guess the rest. Fortunately for the boys, the whip was not a strong one and the end of it separated from the body and was lost in the streets. This discomfited the Judge somewhat, but he was not surely prepared to lose the end of his whip! That would be a loss, which he was not prepared to submit to. But who was responsible for his loss? Surely the boys, and so he directed them to make a search for the valuable "end." The end was however irretrievably lost, and the Judge consoled himself as best as he could. The Judge on departing advised the boys never to sing Hindu songs near Mussalman Mosques.

—ooo—

WHAT WE FEEL WE WRITE.

It is gradually getting clear to the plainest apprehension that the country can no longer bear the strain of such a costly rule as ours is. It is also getting plain that the interests, in the long run, of the ruling country are not served by a costly rule in a poor country. The people of India prayed for a simpler rule and that prayer was not heard, but sooner or later the country which rules our destiny would be compelled to check its ardour for a high-pressure Government in India. It is an easy affair to disregard the wishes of the people, but not so easy to override the laws of nature. If you go on spending more than you earn, the crash must come sooner or later, though you may delay its approach by various shifts. That the catastrophe is getting nearer and nearer and is already in dangerous proximity is quite evident from the shadows which are already visible in the horizon.

When a drought is followed by a famine, our rulers are apt to attribute the misfortune solely to the want of rains. A drought certainly helps to bring about a famine, but a single season's drought cannot so affect a country which has not been previously impoverished. During the Behar famine, the Government made the discovery that distress and starvation were not an unusual thing in that Province. Almost the entire population lived from hand to mouth and lived upon half-ration. A partial drought in such impoverished tracts must be followed by death and starvation. India has been all along suffering from these droughts and accounts of such visitations are found here and there in our ancient literature. It is stated there incidently that famines visited the country after a drought which continued for a period of *twelve years*. It is quite possible that poets who gave these accounts dealt in exaggeration when describing the causes and results of a famine. But this cannot be denied that a single season's drought would not produce a famine in any other county but India. In Bengal which is comparatsvely richer than other Provinces of India, such a partial drought may cause distress but never a famine. It is evident therefore that the resources of the country have been completely exhausted.

Another reason why we consider a crash imminent is the means adopted by Government to meet its present requirements. When we see a man borrowing money at usurious interest to meet his current expences we conclude that he is playing a desperate game. When we see a man borrowing money on interest to liquidate his debt we conclude that he is hastening his ruin. When we see a man purchasing goods at a high price and selling them at a dead loss, we conclude that he is going to close his affairs soon. When we see a man destroying a fine mangoe orchard which is the means of his subsistence, for the sake of the fire wood, we conclude that his finances are in a desperate condition. Indeed all these are being done by the Government to meet its present requirements.

It was not an ordinary pressure which compelled the Government to break its pledge with the Bengal Zemindars. Bengal is like an oasis in the great Indian Empire of the English. Bengal escaped partially the drainage of an absentee Government because of the permanent settlement. The land of Bengal escaped the pressure of a costly rule and the consequence was, the peasantry at least of Bengal, flourished while the same class of people in other Provinces deterioted. Bengal was like the reserve force of the empire, upon which our rulers could fall back in times of emergency, as was done during the dark days of the sepoy war. We see the Government encroaching upon this reserve force at a time of profound peace. We see the Government has been reduced to the extreme measure of falling back upon resources which it reserved for occasions of emergency. May we not therefore conclude that desperate must be the financial condition of the Empire?

We do not think that Sir John Strachey ought to be thanked for opening this new source of income to the Government of India. Firstly it was done at enormous costs, at the cost of the good name of the Government. We do not know what value our rulers put upon this good name; so far we know however that those who think the safety and existence of the Empire depend entirely upon brute force do not much care whether or not the Government is liked by the people. We think however otherwise, and put a greater value upon the good name of such a Government as ours is, than those who are quite secure with their sixty thousand bayonets. So we must say that this new source of income was opened out to the Government at enormous costs. Then let us see what is the gain. To reduce Bengal to the level of other Provinces of India is to destroy the only oasis in India upon which the alien rulers of the land could fall back in times of danger. It is like destroying a fruitful orchard for the sake of present gains. It is only making a famine not only a possible but probable contingency in this fine Province. It is only adding Bengal, which is the most thickly peopled and the richest of Provinces, to the list, which are likely to be affected by famines.

Madras has yielded the Government something per annum, but it has consumed 10 millions within the course of few months, and thus swallowed up the small profits that our rulers might have made from that Province Then again each ryot has a marketable value to Government and Englishmen, and each ryot lost is so much loss to the Government and British manufacturers. It is said, already 5 lacs of men have perished in that Province and they represent a good annual loss to the Government and British merchants. Then if 5 lacs have perished, twenty-times the number of that men have been incapacitated. It will take a long time before they can feed themselves, purchase cattle and seed grains, and cut down the jungles to begin life anew. Taking all these facts together it is an open question whether it is more profitable to reduce the peasantry to the point of starvation for immediate gain, and then to feed them; or to keep them in a prosperous condition and satisfied with a smaller revenue. Would it be more prudent, advantageous, and politic, to leave unchecked, the rising prosperity of the Bengal peasantry or to reduce them to the condition of the peasantry of other Provinces for the sake of immediate gain and then feeding them in times of famine? We of course omit the question of humanity and justice altogether from our calculation.

That the Empire is gradually verging towards ruin is gradually getting plain to some of the ruling classes. We may be put down for a croaker but then Professor Fawcett is croaker likewise. The British merchants are now seeing it that famines in India not only destroy lives of the inhabitants of the country but British *trade also*. The general public of England feel it that famine in India encroaches upon their private purses. The Imperial Parliament of England is already trembling with apprehension lest these famines in the dependent country compel it to open the resources of the Imperial exchequer for the benefit of India. And the Government of India are coming to know that famines are ruinous affairs, that they paralize and exhaust more than a deadly war, and ought to be avoided at any cost and hazard. But how to do it? Every body knows how it can be done but nobody dares mention it.

Sir John Strachey thinks that an appropriate remedy for a famine is a famine tax. He is, it appears, guided by the homeopathic principle. As over-taxation brings about famines, he thinks, the imposition of another tax will cure the evil. Another class of thinkers are of opinion that a network of canals can avert impending famines. In seasons of drought however, these canals when they ought to be of the greatest service, are themselves exhausted. They require again a vast outlay which the Government is too poor to spare. To induce British speculators to invest money in India, the Government of India must give them a guarantee. But these guarantees have been invariably followed by extravagance and waste, and at last by heavy taxation. We owe the Public Works Cess to the extravaganee of a guaranteed company. It is even doubtful whether canals can be made invariably remunerative, even if they are undertaken by Government and managed economically. Yet there is no doubt of it that a great deal might be done by opening a net work of canals.

But this can scarcely be said of Railways. Canals are advantagous inasmuch as they supply the fields with water, but the only advantage of the Railway is its carrying power. The great complaint of the Southern Provinces is that the carrying powers of our lines are insufficient to convey the necessary food grain from the exporting Provinces. But carrying powers of a railway are only serviceable when there is a sufficiency of food grain to carry. Railways cannot grow corns. While we are writing we hear accounts from a private source of a grain dacoity in Burrisal, the granary of the whole world. We hear complaints of the insufficiency of the means of transport, but the Eastern Districts of Bengal have seen so much denuded of food grains that the people are suffering there, at least from a great scarcity.

There is only one remedy, which is known to all, but which our rulers feel it painful to apply. It is to reduce the costs of Government, to withdraw the pressure put upon the people to maintain a costly rule and allow the people of India to replenish their exhausted resources. The Government may not adopt a policy like this from mere idleness, cowardice, or ignorance, but sooner or later such a policy will be forced upon it by the inevitable laws of nature. If Madras had been drained less before, it would have not cost the Government now so much, and alas! so many people would have not perished.

—ooo—

THE CASE OF DUKHA GUREE.

Now that we have got hold of the records, we are in a position to give more detailed and precise account of Dukha Guree's case. Where the records were so long we are not in a position to tell, certainly they had not reached the hands of the Mahafej up to the 6th of August, though the case was decided on the 23rd July. When Dukha applied for copies the Mohafej wrote on the 6th of August, on the back of the application that he could not give copies as the record had not reached his hands. As a matter of fact Dukha could not get hold of the papers though he tried his best to do it.

Now to the case. It was on the 12th July last Dukha Guree submitted his petition in which he alleged that his wife, who was missing, is in the possession of Mr. James the District Superintendent of Police. He said that from certain information he received he traced his wife to Mr. James' bungalow and saw her taken to his bedchamber late in the night. The petition ended with these words: "Last night I saw my wife coming out of the

haheb's sleeping room with my own eyes, so I ray your honor will be pleased to go over to he *kuthee* just at this moment and release my wife ho is confined in a house which I shall point out f there is any delay of your worship's going there, he will be removed to a secret place. The defendent eing a powerful man, the deputation of any other fficer will injure the case."

What took place after the submissien of this etition Dukha Guree thus describes in his ffidavit :—

On receiving the petition the said Magistrate pondered ver it for about an hour and then when the said A. H. James came to another room of the court house, he went over to him, remained with him in that room for some time, and then returning to his seat told me to wait. After ransacting other business, the said Magistrate at about half past 4 P. M. ordered every body to go out of the Court except a Mohurir of the Court and then took my deposition on oath. The said Magistrate thereafter gave no order whatsoever about the search I prayed for but ordered at about 6 P. M. in tho evening that my case would be taken up the following day when the deposition of my wife would be taken.

What was the matter with the Magistrate that he pondered over the matter for an hour? Was he stupified by the audacity of the charge? Was he calculating in his mind whether or not it was possible for Mr. James to act as he was alleged to have done? It was no doubt an awful charge for a man like Dukha to bring against such a powerful man as Mr. James. One of them must have gone mad, and was he thinking who it was? Or his mind was in that terrible state of anxiety when the desire to serve a friend fights hand to hand with the sense of duty? Was he thinking how to extricate Mr. James without compromising himself? It is quite true however he took no energetic steps to get at the truth of the affair.

It is quite possible that Dukha stated an untruth, that the Magistrate did not ponder over the contents of his application, nor did he see Mr. James and hold a private converse with him previous to giving any order on the application. But the record shews that he passed the following orders upon Dukha's petition .—

Before issuing process I should like to hear what the man's wife has to say, for without that I am sure we shall not find who the real guilty persons are. If it is true that she is on the premises of Mr. James, there will be of course no difficulty in obtaining her presence. If not the Police must be directed to search for her and produce her if possible to-morrow.

So a subject of his Majesty misses his wife and at last seeks the aid of the Chief Executive Officer to release her, who, he states on oath, was then in the house of Mr. Jame's which is only a few steps from the court he applies to for redress. He further states that, the District Superintendent of Police being a man of unbounded influence, unless his house was searched immediately his wife might be removed. But the *ma bap* of Malda delivers himself in this style. "If she is on the premises of Mr. James there will be of course no difficulty in obtaining her presence." Of course not! Did it never occur to this most intelligent Solomon that the District Superintendent might remove her to a distance beyond the reach of his process? Did it not occur to him that if Mr. James was capable of enticing away another man's wife he was also capable of removing her to a safe place? And the Malda Solomon took the further step of directing the police to find out the girl alleged to have been kidnapped by the head of the Police! Why did not he go himself and thus at once clear the mystery? The house was very near; if his intention was only to elicit truth he ought to have gone then and there. But wise as he is, he began to speculate whether the woman was there or not. If she was there it was all right and so forth! What was the necessity of these deliberations when he could have easily got hold of the truth by two minutes' walk? It would appear from his act that either the Magistrate is a most incompetent officer devoid of common sense, or was only giving the ravisher of the woman, whoever he was, time to remove the woman away.

The Magistrate said he would take up the case tomorrow, but tomorrow passed and the day after that, we find him recording the following order: —

The case cannot be satisfactorily carried further until the evidence of the woman has been recorded. As the complainant does not assist the Police in the search, the Police must find her without his asssitance as soon as possible.

It is alleged on solemn affirmation before the High Court both by Dukha and Babu Nakuleshwar that, one Broja Lal Chatterjea, a Sub-Inspector, offered money to the complainant to hush up the case. They further state that on the same night the complainant started for Purnea to represent the matter to the Commissioner. On the 15th Koilashee Dashee was brought before the Magistrate. Dukha says it was after office hours, but the record gives no precise information as to time. It was quite evident however that Dukha was far away from the District when the woman was brought before the Magistrate. The Magistrate says in his covering letter to the High Court that everything was done properly and before open Court. But was it regular and proper to take the deposition of Koilashee in the absence of the complainant her husband? There is no statement in the record to the effect that Dukha was absent when the evidence of the woman was taken, but the fact can be inferred from certain circumstances in the record. There is no cross examination and the Magistrate does not give any reason of his absence. In the deposition of Bolye Karmokar the Magistrate remarks that "complainant desires to ask witness no questions." But no such remark is made in the statement of Koilashee.

In fact, that Dukha was absent on that day is an indisputable fact. The deposition was taken on the 15th, and no notice was served on Dukha to appear on that day. Indeed 15th of July 1877 was a Sunday, and on Sunday, (after office hours according to the solemn affirmation of Dukha) in the absence of Dukha, a woman, said to be the wife of the complainant, was brought before the Magistrate who made certain statements. How did the Magistrate satisfy himself that it was Dukha's wife who gave the deposition? Surely he did not keep any aquaintance with her, and the record contains nothing to shew that the Magistrate tried to satisfy himself of the identity of the woman. The woman, whoever she be, states that she was residing with a friendly woman on the premises of the District Superintendent. Well, then why was not she taken to the Magistrate ealier? The application was made on the 12th and the Magistrate directed the Police to bring her on the following day. But she was not brought. Thirteenth and fourteenth passed away, and on the 15th, though it was Sunday, she was suddenly brought before the Magistrate, without any notice to the complainant, when in fact, Dukha was absent from the District, and her deposition taken immediately. Why did not the Magistrate wait till the arrival of Dukha? Was even any effort made to procure his attendance on that sunday evening? There is nothing in the record to shew that any such effort was made. Malicious people would infer from the steps taken by the authorities that the opportunity of Dukha's absence was sought to bring the woman before the court. But stranger things happened after the arrival of Dukha. On his arrival, he made himself acquainted with all the proceedings that had been taken in his absence and he submitted the two following petitions :—

In the case filed by me against the District Superintendent of Police and others under sections 366,497, and 498 I. P. C., I hear that the deposition of my wife has been taken. But as her deposition was taken in my absence I do not know whether it was my wife or some other woman who had deposed. It is illegal that the deposition of my abducted wife should be taken in my absence. I therefore pray that the above defendants be summoned to appear before the court and in their and my presence the deposition of my wife be taken and judgment passed accordingly.

In the case brought by me against the District Superintendent of Police and others under sections 366,497 and 498 I. P. C., I have already let your worship know the names of some important witnesses who can prove my charge. I beg also to cite the following men Brojo Lal Chatterjee-Sub Inspector, Monmohun Roy Pleader, Addyatta Mookerjee as witnesses, who, I pray, be summoned by your worship and their depositions taken.

Dukha and Babu Ñokuleshwar stated on oath before the High Court that the above two petitions were submitted to, but rejected by, the Magistrate, the Magistrate on the other hand, in his letter to the High Court, totally denies having received the petitions. Here then the statements of Dukha and Nakuleshwar are directly at variance with those of the Magistrate. It is quite true that the bare statement of a man in the position of Mr. Rees is of much greater value than those of Dukha and Nokuleshwar taken together, but yet a bare statement cannot stand before a statement made on oath. It is quite evident that the memory of the Magistrate played a trick with him; for Dukha has in his possession conclusive proofs of the submission of the petitions. The following letter, in the hand-writing of Mr. Rees himself to Dukha is a strong presumptive proof in support of his allegations :—

Commissioner's office
Bhagulpur
30 July 1877

Read petition dated 23rd July 1877 from Dukha Guri received at Purneah by post on 26 idem, also five petitions in Bengali accompanying.

Ordered.

The Magistrate should inform the petitioner that if he is dissatisfied with the enquiry made into his case by the Magistrate he can move the Court of Session or the High Court to order further enquiry under section 295 to 297 C. C. P.

Signed G. N. Barlow
Commissioner

Copy sent to Dookha Guree for information.

Muldah
1st August 1877 } F. Rees
Magistrate.

It occurred in this wise. On the 23rd, Dukha submitted the petitions, when they were rejected. But immediately on the same day, Dukha enclosed those petitions and posted them to the Commissioner. In the covering letter Dukha explained to the Commissioner that the enclosed petitions were submitted by him but were rejected by the Magistrate.

On the same 15th July, Sunday, after the deposition of the woman was taken the following order was passed :—"Let a notice be served on the complainant to appear within three days and name further witness or else to shew cause why his complaint should not be dismissed." On his arrival, Dukha in obedience to the notice appeared before the Magistrate and was asked to produce his witnesses immediately. The orders of the Magistrate are significant and charcteristic. He says: "I direct Dukha to *go again* and find the remaining witnesses and as night has fallen and I consider it important to record the statement of Hurry Tear as early as possible, I direct Dukha to bring the witness, as soon as he can find him, *to my house*."

So the Magistrate was in a very great hurry. There was no hurry when Dukha applied for an immediate search of his wife. There was then no hurry to 'record the statement [of Koilashee] as early as possible.' So the proceedings were open and regular though the Magistrate held his cutchery in his own house at night! There was no notice issued either to the complainant or to the accused. There was no notice served upon the witnesses, and the complainant was asked to procure the attendance of his own witnesses, and when he failed to bring them, he was sent back to try again! There was no day fixed for hearing the case; sometimes there was the hurry of a railway guard and sometimes the dilatoriness of a snail.

Where was Koilashee Dashee in the meantime? She has been again missing since the day she is alleged to have been brought before the Magistrate. No body knows where she is. Thus a husband asked the aid of the Court to find his wife who was below the age of sixteen. The Court found her easily though Dukha had been searching for her for several weeks The Court found her and then sent her not to the care of her husband or her mother, but to the wide, wide world, though we find in the record, she stated to the Magistrate that she had no place where to go. In short, why was she not confronted with her husband? We ask those whom it may concern to take special note of this fact. Did Dukha get any help whatever from the Court? Did the Court take any interest to get at the actual facts of the case, or to offer any redress? Or was not the complainant hunted like a prisoner, dogged by the police, maltreated by them, and treated as if he was the accused and not the complainant?

On the 23rd the case was dismissed. The Magistrate begins thus: "Dukha says that he cannot himself or *with the assistance* of the police produce the remaining witnesses, it now therefore remains for the Court to determine what orders to pass in the case." It was a strange statement for Dukha to make that he cannot with the assistance of the police produce the remaining witnesses; and it is stranger still that the Magistrate was satisfied with a statement which has no meaning. It was for the police to determine whether or not they could procure the attendance of any witness or not, and it was for the Magistrate to procure the attendance of the witnesses of a complainant. It would seem from the action of the Magistrate that he thought that Dukha deserved no help whatever from the Court and he must do everything himself.

In the decision the Court remarks: "Now I had some reason to distrust the truth of the complainant, because it was known to me officially that on the night of the woman's disappearance Mr. James was far away in the south of the District." So the Magistrate was not only a Judge but a witness too. This official information is nothing more, we presume, than a letter which Mr. James wrote to the Magistrate. But, as a matter of fact, did he or did he not hold his cutchery on that day? Did he or did he not enter the boat in the —evening? The chief reason upon which the Magistrate bases his decision is that Dukha cannot procure his witnesses! Mr. Rees is the Magistrate of a District, and has he yet to learn that it is the duty of the Court to procure the attendance of the witnesses of a complainant? The action of the Magistrate would indicate that he lost the soundness of his mind the moment Dukha made the application. The next point to determine is whether or not Mr. James left the Town just as he entered the boat, or stayed in the Ghat the whole of that night? These are facts which the Magistrate might have easily ascertained, and before he had trusted an official communication which however is not on the records.

We confess we have never come across such a case as this. We have heard good accounts of Mr Rees, his conscientious discharge of duties, and goodness of temper. But we would quote here the remark of J. J. Pontiefex and Birch in the case of Roghuram Hazra for the edification of Muffasal Hakims. They remarked: "He well knew the nature of the case he was going to investigate, he well knew with what jealous eyes the native community watch the proceedings of Magistrates and Police officers in cases of that kind, and with this knowledge &c. &c." Mr. Rees should know that such cases are watched with a jealous eye by the entire native community and his proceedings should have been such as to be above the least breath of suspicion. Cases like these move the deepest feelings of the native community. The Mussalmans have gone but they have left a bad name behind, and by Mussalman oppression it is meant the outrages now and then committed by them in the zenanas of the people. Every oppression in connection with Mussulman rule has been forgotten but not that. If Mr. James is innocent, the Magistrate has done a great injury to that gentleman by proceeding in the case as he has done; if he is guilty he should have been cast off for the good name of the nation which rules us.

——000——

পাশার সাহায্যার্থে যে তুর্ক সৈন্য দল ...করিতেছিল তাহা রুশ প্রহরী সৈন্যদল কর্ত্তৃক ...স্ত হয় এবং তুর্কেরা হটিয়া গিয়াছে।

তুর্ক সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তুর্ক সৈন্য সমরের উপকরণ লইয়া প্লেবেনাতে প্রবেশ করিয়াছে।

কাবুল।

তুর্কদূত ৬ই সেপটেম্বরে কাবুলে উপস্থিত হন। অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত লোক বতহথ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দূতকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কাবুলে গমন করেন। আমীর তাঁহাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি তিনি বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

দিল্লি গেজেটের সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে তুর্ক দূত কাবুলে উত্তীর্ণ হইবার সময় কাবুল হইতে দুই মাইল দূরে আমিরের প্রিয় পুত্র আবদুল জান ও নগরের হাকিম অনেক প্রধান ২ লোক সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া দূতকে গ্রহণ করেন। আমির, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াকুব খাঁ এবং কাবুলের অনান্য বিখ্যাত ব্যক্তিরা নগর প্রবেশর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দূতকে গ্রহণ করেন। সৈন্য দল দূতকে সম্মান করে। নগর বাসীরা তাহাকে সম্মান করে এবং শেষে তিনি একটি অপূর্ব্ব সজ্জীভূত গৃহে অবস্থিতির নিমিত্ত গমন করেন।

তুর্ক দূত সম্বন্ধে বিলাতি এক খানি সম্বাদ পত্রে এই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি এক জন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কাবুলের আমির রুশদিগের সঙ্গে ...ন রূপ আত্মীয়তা না করেন, এবং ব্রিটিশ রাজ্যের ...আত্মীয়তা রাখেন এই বিষয়ে আমিরকে প্রবৃত্তি ...ইবার নিমিত্ত তিনি কাবুলে গমন করিতেছেন।

তুর্ক দূতের সম্মানার্থে আমির একটি অপূর্ব্ব দরবারের অনুষ্ঠান করেন। কাবুলের নানা স্থান হইতে ...ন ২ সর্দ্দার সসৈন্যে এই দরবারে উপস্থিত হন। ...উপস্থিত হইলে দরবারস্থ লোক তাঁহাকে সসম্ভ্রমে ...ণ করেন। দূত সুলতানের প্রেরিত উপহার আমিরকে ...দান করেন। এই উপহারের মূল্য ৪ লক্ষ টাকা ...বে। শেষে সুলতানের পক্ষ হইতে তিনি আমিরের নিকট এই কয়েকটি প্রস্তাব করেন। (১) রুশেরা মুসলমান ধর্ম্ম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তুর্ক আক্রমণ করিয়াছে, সুতরাং সমুদয় মুসলমানদিগের এ সময় একত্র হওয়া উচিত। (২) যাহারা এই রূপ অত্যাচারী তাহাদের সঙ্গে আমিরের আত্মীয়তা ইহা শুনিয়া সুলতান অতিশয় আশ্চার্যান্বিত হইয়াছেন। (৩) সুলতানের ইচ্ছা যে আমির পূর্ব্বের ন্যায় ইংরাজদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা করেন। দূতের কথা শেষ হইলে, আমির অনান্য কথার মধ্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন ১৮৫৬ অব্দে যে সন্ধি স্থাপন হয় ইংরাজেরা কি সেই সন্ধি অনুসারে তুর্কিকে এই যুদ্ধে কোন সাহায্য করিয়াছেন? দূত ইহার এই উত্তর দেন যে না অদ্যাপি কোন রূপ সাহায্য করেন নাই, তবে রুশেরা যদি কনেস্টেণ্টিনোপোল আক্রমণ করেন এবং বিলাত হইতে ভারতবর্ষে জাহাজ আসার যদি বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইংরাজেরা সাহায্য করেবেন। আমির বলেন যে রুশের সঙ্গে তিনি কোন রূপ সন্ধি করেন নাই। আমির আরো বলেন যে যদি ইংরাজেরা তাহাদের পূর্ব্বকার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন তাহা হইলে তাহাদিগের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা করার কোন আপত্তি নাই।

মিলিটারি গেজেট তুর্ক দূতের কাবুল গমন সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ—"জালালাবাদে তুর্কদূত অতিশয় সসম্ভ্রমে গৃহীত হন। গবর্নর সা মুর্দ্দ খাঁ এবং অনান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অতি সমারোহের সঙ্গে আলি মসজিদ হইতে ইহাকে জালালাবাদে আনয়ন করেন। তাহাকে দর্শনার্থে জালালাবাদে বিস্তর লোকের সমাগম হয়

আমির এদিকে তুর্কদূতকে এই রূপ সম্ভ্রম করিতেছেন, ওদিকে আবার তাঁহার দরবারে রুশীয় দূত উপস্থিত রহিয়াছেন এবং ইনি আমিরের অতিশয় প্রিয় পাত্র।

এই রূপ রাষ্ট্র যে তুর্ক দূত উপস্থিত হইয়া আমিরকে হস্তগত করিতে না পারেন এই নিমিত্ত রুশিয় গবর্ণমেন্ট তুর্কিতে আর এক জন দূত প্রেরণ করিয়াছেন।

কাবুলের আমিরের সঙ্গে কাসগারের নূতন আমিরের বিবাদ হইবার সূচনা হইয়াছে। কাবুলের আমির কাসগারের আমিরকে পত্র লিখেন যে তিনি কেন কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেছেন? কাসগারের আমির ইহাতে বিরক্ত হইয়া এই উত্তর দিয়াছেন যে তিনি স্বাধীন রাজা, তাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিবেন। কাবুলের আমির ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া কাসগারের বিপক্ষে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন।

আমিরের এক দিকে ইংরাজ অপর দিকে রুশিয়া; দরবারে তুর্কি ও রুশিয়া হইতে দূত উপস্থিত; কাসগারের আমিরের সঙ্গে আবার যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, এতদ্ভিন্ন নিজ রাজ্যে ২৪ ঘণ্টা বিবাদ রহিয়াছে। সম্প্রতি হোসেন আলীখাঁ হিরাট হইতে অনেক গুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কাবুলে পাঠানের যত্ন করেন কিন্তু সৈন্যেরা অবাধ্য হইয়া নিজ২ বাস স্থানে পলায়ন করিয়াছে। কারাম নামক স্থানের পার্ব্বতীয় জাতির উপর কর নির্দ্ধারণ ও উহা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমির তাহার এক জন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করেন, এবং এই রূপ রাষ্ট্র পার্ব্বতীয় জাতিরা বিদ্রোহী হইয়া আমিরের প্রেরিত লোককে হত্যা করিয়াছে। লোকে বিপদে পতিত হইলে বলে শত সূর্য্য উদয় হইয়াছে, কিন্তু আমিরের বোধ হয় সহস্র সূর্য্য উদয় হইয়াছে, অথচ তিনি এই রূপ বাহাদুর যে সমান ভাবে সকল দিক রক্ষা করিতেছেন।

— —

ইডেন সাহেব তাঁহার উড়িষ্যার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে উক্ত বিভাগে আফিং ও গাঁজার ক্রমে অধিক প্রচলন হইতেছে, আবার মদ যত বিক্রয় হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা এখন ২৪৩৭ মন কম বিক্রয় হইয়াছে। তিনি এই রূপ লিখিয়াছেন যে, ডাক্তার রিচার্ডসের মতে অন্যান্য মাদক দ্রব্যাপেক্ষা আফিং ভাল। ইডেন সাহেবেরও এই মত। তাঁহার বিবেচনায় গাঞ্জা মাদক দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট, এবং যদিও পূরী, বালেশ্বর, কটক প্রভৃতি স্থানে উচ্চ মূল্যে গাঞ্জা বিক্রয় হয় তথাচ সেখানে গাঞ্জার ব্যবহার ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। তিনি এই নিমিত্ত গাঞ্জা বোর্ডে লিখিয়াছেন যে, তাহাদের গাঞ্জার শুল্ক আরো বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। ইডেন সাহেব ও ডাক্তার রিচার্ডস মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এ দেশীয়দের অনেকের মত তাহার বিপরীত। তাহারা আফিংকে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ও অনিষ্টকর নেশা মনে করে। আবার তিনি যেরূপ বলিয়াছেন যে, আফিং সেবন করিলে জ্বর ও অন্যান্য পীড়াতে অপেক্ষাকৃত অল্প আক্রমণ করিতে পারে সেটিও এদেশীয় লোকের বিশ্বাসের বিপরীত। বরং তাহারা জানে যে গাঞ্জা জ্বরঘ্ন, এবং গাঞ্জা ব্যবহার করিলে জল দোষের পীড়া হয় না। এই নিমিত্ত রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে লোকে অধিক গাঞ্জা ব্যবহার করে। সে যাহা হউক, ইডেন সাহেব যদি প্রজাদিগকে এই অনিষ্টকর মাদক দ্রব্য হইতে নিস্তার করিবার নিমিত্ত গাঞ্জার শুল্ক বৃদ্ধি করিতে আদেশ দিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই সঙ্গে২ আফিং ও মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের শুল্কও বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। কারণ লোকে যদি উচ্চ মূল্যের নিমিত্ত গাঞ্জা পরিত্যাগ করিয়া আফিং কি মদ ব্যবহার আরম্ভ করে তাহা হইলে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইবে। আফিং কি মদের নেসাতে যত উপকারই থাকুক, ইহা ব্যবহার বহু ব্যয় সাধ্য এবং বঙ্গবাসী দরিদ্র প্রজার সাধ্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে যত অনিষ্ট সহ্য করিবে, গাঞ্জা ব্যবহার দ্বারা সে পরিমাণে অনিষ্ট বহু ব্যয় সহ্য করিবে না।

পূর্ব্ব বাঙ্গলার এক জন সম্ভ্রান্ত জমিদার আমাদিগকে এই সম্বাদটী প্রেরণ করিয়াছেন। "ঢাকার দুই জন মুসলমান যুদ্ধের নিমিত্ত তুর্কিতে গমন করে ইহার এক জন যুদ্ধে হত হইয়াছে এবং তুর্ক গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের বোম্বাই প্রতিনিধির নিকট তারে সম্বাদ দিয়াছেন যে এই ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বহস্তে ১২ জন রুশিয়কে নিপাত করিয়া শেষে যুদ্ধে পতিত হয়। তুর্কির সুলতান লিখিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছেন এবং যেরূপ বীরত্বের সঙ্গে বিধর্ম্মীর প্রাণ নষ্ট করিয়াছেন তাহাতে এ ব্যক্তির স্বর্গে স্থান হইয়াছে এবং ইনি এক জন পয়গম্বর হইয়াছেন।"

বিলাতে ম্যানশন হাউস ফণ্ডে মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত ২০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

সংবাদ।

— মকর্দ্দমায় কি রূপে দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইছেনঃ—"কোন ব্যক্তি ঘটনা বশতঃ ৭৬ জন লোকের প্রতিকূলে ছয় কাটা ভূমির উপস্বত্বের ক্ষতি পূরণ বাবত ৩ টাকা পরিমাণে এক ডিক্রী জেলা যশোহরের কোন বিভাগের মুনসেফ আদালতের বিচারে সিদ্ধ করেন, কিন্তু তিনি ঐ ডিক্রীর তারিখের এক বৎসর পরে ঐ ডিক্রী এইক্ষণ উক্ত ৭৬ জনের প্রতিকূলে জারি করিতে, দেওয়ানি কার্য্য বিধানের ২১৬ ধারা মতে দায়িকগণের নামে এতলা জারি করণের প্রত্যেক দায়িক ১ টাকা হিসাবে ৭৬ টাকা তলবানা দিতে হইবে শুনিয়া অবাক হন। ৩টাকা ক্ষতি করা অপরাধ দায়িকগণ পূর্ব্বে ১১৷৴ টাকা (আরজী ওকালত নামা দরখাস্ত ও তলবানা ইত্যাদি কোর্টফির মূল্য বাবত) খরচা দিতে বাধ্য হইয়াছে, আরও ডক্রী জারিতে কেবল এতলা নামা জারির তলবানা বাবত উক্ত ৭৬ টাকা খরচা, তদ্ভিন্ন ডিক্রী জারির আরজি ইত্যাদি কোর্টফি খরচা দিতে বাধ্য হইবে। ৩ টাকা মূল্য ক্ষতি জনক পাপ কার্য্যের স্থলে প্রায় শত টাকা উক্ত রোসমাদি বাবত গবর্ণমেন্টে দণ্ড দিবে, ইহা অপেক্ষা অবিচার ও লঘু পাপে গুরু দণ্ড হওয়া কেহ কোথায় কোন কালে কোন রাজ্যে দেখিয়াছেন? এই ত গেল অপরাধী প্রতিবাদীর দণ্ডের কথা, এখন বাদীর দণ্ডের কথা শুনুন।

বাদী ঐ তিন টাকা দাবির নালিষ ডিক্রী করিতে ৯ বার বিচার আদালতে যাইতে প্রবাস বাস ও পথের খরচ খরচা এবং উকিলের (সকলেই জানেন এক পয়সা দাবির মকর্দ্দমা মাত্রেও ২ টাকার কমে কবুল লেখা অভ্যাস নাই সুতরাং উকিল ফিসের নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ যে আছে সে বিড়ম্বনা মাত্র) ফি ইত্যাদি নানা বাবে অন্যূন ২৫ টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উল্লিখিত অনিষ্ট পাত জানিয়া শুনিয়াও এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে লোকের ক্রমশ মকর্দ্দমা করার স্পৃহা বলবৎ ভিন্ন অরুচি দায়ক হইতেছে না এবং গবর্ণমেন্টেরও অর্থাগমে মুগ্ধ হইয়া ঐ সকল পাপের গুরু দণ্ড লাঘব করার পক্ষেও বিধি করিতে দৃষ্টি নাই।

যে এতলা জারির তলবানা সম্বন্ধে এই প্রস্তাব লিখিবার মূল কারণ হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে আর কিছু ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। উক্ত মত এতলা জারি করিতে প্রত্যেক দায়িকে ১ টাকা হারে তলবানা দেওয়ার নিয়ম সকল স্থানে নাই, অন্যান্য অধিকাংশ মুনসেফ আদালতে ১ টাকা মাত্র তলবানা দিলেই যত ব্যক্তি কেন দায়িক থাকুক না তাহাদের সকলেরই নামে সচরাচর উক্ত ২১৬ ধারা মত এতলানামা জারি হইতে দেখা যায়, অতএব এক শ্রেণীর ভিন্ন ২ আদালতে এমত তলবানা বিধির বৈশম্যতা হওয়ার আদি কারণ ও মূল বিবরণ যে কি তাহা জানি না। অতএব সানুনয়ে নিবেদন কর্ত্তৃপক্ষ রাজ পুরুষ মহোদয়গণ সমস্ত অধীন বিচার আদালতকে বিশেষত যশোহরের সহৃদয় জজ সাহেব বাহাদুর তদধীন সকল মুনসেফ রায় বাহাদুর মহাশয়গণকে উক্ত তলবানা বিধানের সর্ব্ব প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া প্রজাগণের দুঃখর্ত্তার অপনয়ণ করিয়া কৃপা প্রকাশ করুন।"

—আয়ার নামক এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। ইনি কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হন, এবং এই নিমিত্ত ইহার কর্ম্ম গিয়াছে।

—বোম্বাই টাইমস্ লিখিয়াছেন যে গত বৃষ্টি দ্বারা শোলাপুর ও কালাদগি নামক স্থান ভিন্ন বোম্বাই বিভাগের অপর স্থানের অবস্থা বিস্তর উন্নত হইয়াছে।

—বোম্বাই নগরে অন্নের নিমিত্ত ইতি পূর্ব্বে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। আপাতত শস্য ক্ষেত্রের অবস্থা উন্নতি হওয়াতে বোম্বাই নগর হইতে বিস্তর লোক উক্ত নগর পরিত্যাগ করিয়া মফস্বলে গমন করিতেছে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে, নেপালের আত্ম কলহ দিন২ বৃদ্ধি হইতেছে।

—ইংলণ্ড হইতে দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত আরো টাকা আসিয়াছে। লিবারপুল হইতে ১৫০০০০ টাকা, এডিনবার্গ হইতে ৫০০০০ টাকা, এবং ব্লাকবরণ নামক স্থান হইতে ১৫০০০ টাকা দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে।

—যোধপুরে অনাবৃষ্টি হওয়াতে তথাকার লোকে মন্বান্তরের আশঙ্কা করিতেছে। একে ত অনাবৃষ্টির নিমিত্ত শস্য ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তাহাতে আবার কর্তৃপক্ষীয়েরা আজ্ঞা দিয়াছেন যে কোন বনিক আহারীয় শস্য টাকায় দশ সেরের কম বিক্রয় করিতে পারিবে না, বানিয়ারা এই নিমিত্ত শস্যের আমদানি রহিত করিয়াছে এবং ইহাতে ইহাই হইয়াছে যে বাজারে একেবারে আহারীয় শস্যের আমদানি নাই এবং লোকে টাকা হাতে করিয়া দ্বারে২ আহারীয় শস্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছে।

—মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে কৃষ্ণনগরে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে। কৃষ্ণনগরের দেখা দেখি শান্তিপুরেও এই রূপ একটী অনুষ্ঠান হইয়াছে।

—মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অনেক ব্যক্তি ত্রিবাঙ্কুরে গমন করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ইহাদের সাহায্যের নিমিত্ত দেশে রাস্তা ঘাট আরম্ভ করিয়াছেন।

—লর্ড লিটন মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলে মহারাণী বিক্টোরিয়া তাঁহাকে তারে সম্বাদ পাঠান। মহারাণী আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, স্কটলাণ্ড যে বৃষ্টি দ্বারা প্লাবিত হইতেছে তাহার কিছু ভারতবর্ষে পাঠান যাইতে পারিত! মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত মহারাণী কি রূপ ব্যাকুল হইয়াছেন তাহা এই তারের সম্বাদ দ্বারা তিনি সম্পুর্ণরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে তিনি যদি উপরিউক্ত সম্বাদটী না পাঠাইয়া তারে এই সম্বাদটী পাঠাইতেন যে, গ্রেট ব্রিটেন যে অর্থ দ্বারা প্লাবিত হইতেছে তাহার কিছু মান্দ্রাজে পাঠান যাইত তাহা হইলে আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক সন্তুষ্ট হইতাম, তিনিও তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতার চিরস্মরণীয় নিদর্শন দেখাইতেন।

—মান্দ্রাজে সম্প্রতি যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে উপকারও হইয়াছে, আবার সেই সঙ্গে২ অপকারও হইয়াছে। জলের স্রোতে দুই এক স্থানে রেলওয়ে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক স্থানে শস্য রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে।

—পাওনিয়ার কাসগার হইতে শুনিয়াছেন যে, মৃত আমিরের পুত্র হাখকুলি বেগ পিতার শব লইয়া কাসগারে পলায়ন করেন এবং সেখানে ইহার সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। আমিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেগকুলি বেগ অবগত হন যে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার বিরুদ্ধে ষড় যন্ত্র করিতেছেন, এবং তিনি আপনাকে নিরাপদ করিবার নিমিত্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছেন। আমরা ইতি পূর্ব্বে প্রকাশ করি যে এই রূপ রাষ্ট্র যে হাকম খা তোরার আমরকে হত্যা করিয়াছেন এবং আমর হাকিম খাঁ তোরার পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কাসগারের সিংহাসন আরোহণ করেন। সম্প্রতি রাষ্ট্র হইয়াছে যে আমিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেগ কুলি বেগের সঙ্গে হাকীম খাঁ তোরার দেখা হইয়া পরস্পরের বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, এবং বেগ কুলীবেগ তাহার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, এবং হাকিম খাঁ তোরা সর্ব্ব প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—গবর্ণর জেনারেল গত শুক্রবারের পূর্ব্ব শুক্রবারে জোলারপেট নামক স্থানে উপস্থিত হন। মান্দ্রাজ গবর্ণর ডিউক অব বকিংহম ও জেনারেল কেনিডি এই স্থানে তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন। ইহারা গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে বেলেরি পর্য্যন্ত গমন করেন।

—মার্শেল ম্যাকমোহন ফ্রান্সের রিপবলিক দলকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত কঠোর নিয়মে রাজ শাসন করিতেছেন। বিখ্যাত মসু থুয়ারসের মৃত্যু হওয়াতে রিপবলিক দলের এক রূপ শিরোচ্ছেদ হইয়াছে। আবার রিপবলিক দলের প্রধান বীর গ্যামবেটা কিছু দিন হইল লীলি নামক স্থানে একটী বক্তৃতা প্রদান কালে বলেন যে যদি রিপবলিক দলের লোক আগামী নির্ব্বাচনে চেম্বার অব ডেপুটির সভ্য রূপে মনোনীত হন, তাহা হইলে মার্শেল ম্যাকমোহনের যাহা ইচ্ছা এখন তাহাই বলুন না। গ্যামবেটা, এই বক্তৃতা করাতে ফরাশিশ রাজ পুরুষেরা ইহাকে তিন মাসের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি আপিল করেন, আপিলে এই আজ্ঞা বহাল রহিয়াছে।

—ষ্টেটসম্যান সম্বাদ পত্র রুশের পক্ষীয় এবং তাহার ফ্রান্সের সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন যে তুর্কদিগের বর্ত্তমান নিষ্ঠুরাচরণের সঙ্গে তুলনা করিলে পূর্ব্বে বলগেরিয়াতে তাহারা যে অত্যাচার করে সে কিছুই না বলিলে বলা যায়। সলিমান পাশা যে দিক দিয়া বলকন পর্ব্বত অভিমুখে গমন করিয়াছেন, সে দিকে দগ্ধ গ্রাম, হত নরদেহ, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। সে দিক একেবারে উচ্ছিন্ন গিয়াছে। ইস্কিসাগ্রা নামক একটী নগরে ২০ হাজার লোকের বসতি ছিল। ইহা অগ্নি ও তরবার দ্বারা শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যদি ষ্টেটসম্যানের সম্বাদ দাতার কথা বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে বলকন পর্ব্বতের এক দিকে মুসলমানেরা এই রূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছে, আবার বলকন পর্ব্বতের অপর দিকে রুশেরা কি রূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছে তাহা ডেলি টেলিগ্রাফের সম্বাদ দাতা এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন। ডেলি টেলিগ্রাফের সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন যে যুদ্ধে সচরাচর যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ দেখা যায় বলকন পর্ব্বতের নিকট রুশেরা সেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছে না। রুশেরা অভিসন্ধি করিয়া এবং অবিচলিত চিত্তে একটি জাতি উচ্ছিন্ন দিতেছে। সহস্র২ লোক রসাতলে গিয়াছে এবং সহস্র২ লোক রসাতলে গমোন্মুখ অবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহাদের যে কি হইয়াছে তাহা বিধাতা জানেন। সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিরা পৃথিবীকে এই রূপ নর রক্তে প্লাবিত করিলেন, এবং যে নিষ্ঠুরাচরণ দেখিয়া হিংস্র জন্তুদিগের ঘৃণার উদয় হয় মনুষ্য কর্ত্তৃক সেই সমুদয় নিষ্ঠুরাচরণ করাইলেন। সভ্যতার যদি এই চরম ফল হয় তবে যত শীঘ্র সভ্যতা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয় ততই মঙ্গল।

—ইংরেজ দূত লেয়ার্ড সাহেব যেরূপ তুর্কির পক্ষীয় কর্ণেল ওয়েলেসলি সেই রূপ রুশের পক্ষীয়। কর্ণেল লেয়ার্ড ক্রমাগত রুশদিগের অত্যাচারের বিষয় ইংলণ্ডে লিখিয়াছেন, কর্ণেল ওয়েলেসলির রুশদিগের পক্ষ হইয়া লিখিয়া তৃপ্ত না হওয়াতে রুশদিগের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন যে রুশেরা কোন রূপ নিষ্ঠুরাচরণ করে নাই, প্রত্যুত অনেক স্থানে মুসলমানেরা স্বধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে এবং রুশেরা তাহাদিগকে আশ্রয় ও সাহায্য [illegible] য়াছে। তিনি সেখানে গিয়া আরো প্রকা[illegible] য়াছেন যে এখনও রুশদিগের হসপিটালে [illegible] আহত মুসলমানের চিকিৎসা হইতেছে এবং রুশে[illegible] তাহাদের প্রতি যথোচিত যত্ন করিতেছে।

—হরিমোহন ঘোষ নামক এক জন আমাদিগকে এই সম্বাদটি পাঠাইয়া দিয়াছেনঃ-"জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মহকুমা সাতক্ষীরার আসাশুনি থানার অধীন পরগণে ভালুকার পাথরঘাটা নামক খালে বিগত ১৭ই ভাদ্র তারিখে একটি শোচনীয় ডাকাইতি হইয়াছে। তাহাতে দুটি খুন ও একটি কারি জখম হইয়াছে। এটী অনুসন্ধানের নিমিত্ত বেলে বসুর হাটের সব ইনেস্পেক্টর ও হাসনাবাদের সব ইনেস্পেক্টর ও কালীগঞ্জের সব ইনেস্পেক্টর ও আসাশুনি থানার সব ইনেস্পেক্টর সাতক্ষীরার সব ইনেস্পেক্টর ও মাগুরার থানার সব ইনেস্পেক্টর ও বুধ হাটার ফাঁড়ির জমাদার মহোদয়গণ নিযুক্ত হন! তাহারা পূর্ব্বোক্ত স্থানে ৮।১০ দিবস থাকিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তদারক করেন কিন্তু কিছু মাত্রও আসকারা করিতে পারেন নাই।"

—ইংলিশম্যানের লণ্ডনস্থ সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে বিলাতি সম্বাদ পত্রে সিপকা পাস যুদ্ধের এই রূপ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক রুশেরা ক্রমাগত তিন দিন বিস্তর মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। তিন দিন তাহারা প্রায় অনাহারে সমভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। এই তিন দিনের অনেক সময় বোধ হইয়াছে যে এই বার বুঝি রুশেরা পরাস্ত হইল কিন্তু তাহারা মুহূর্ত্তে আবার শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছে। গত কল্যের অপরা[illegible] তাহারা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া হটিয়া যায়, ইতি মধ্যে [illegible] দের সাহায্যার্থে প্রেরিত রুশ সৈন্যেরা যুদ্ধ [illegible] সহসা উপস্থিত হয় এবং ইহারা এরূপ দ্রুত [illegible] আগমন করে যে ৫০ মাইল পথ ক্ষণ [illegible] বিশ্রাম না করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। তু[illegible] ইহা দেখিয়া পলায়ন করে। এই যুদ্ধে ৭ হাজার [illegible] এবং ২২ হাজার তুর্কী সৈন্য নষ্ট হইয়াছে।

—সিপকাপাশের যুদ্ধের বিবরণ বিলাতি স[illegible] পত্রের অনেক সম্বাদ দাতারা প্রকাশ করিয়া[illegible] ২৪শে আগষ্ট শুক্রবারে সলিমান পাশা সিপকাপাশের যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং শনিবার সোমবার অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হয়। পর্ব্বত শিখর হত মনুষ্য দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। রুশদিগের প্রায় ছয় সহস্র সৈন্য হত আহত হয়। এই যুদ্ধে উভয় রুশিয় ও তুর্কেরা সমান বীরত্ব দেখায়। রুশদিগের সৈন্য অপেক্ষা তুর্কদিগের সৈন্য তিন গুণ হইবে, অথচ রুশেরা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত রণে ভগ্নোদ্যম দেখায় না, আবার তুর্কেরা এই যুদ্ধ দ্বারা দেখাইয়াছে যে, তাহারা কেবল শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা শত্রুকে বহির্ভাগ হইতে আক্রমণ করিতেও জানে।

—সলিমান পাশার উদ্দেশ্য যে সৈন্যাধ্যক্ষ মাহাম্মদ আলি পাশার সৈন্যের সঙ্গে তিনি মিলিত হন এবং সিপকাপাশ ভিন্ন আরো অনেক পথ ছিল যাহা দ্বারা তিনি বলকন পর্ব্বত উলংঘন করিয়া তাহার এই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিতেন। আবার সিপকাপাশ ভিন্ন অপর পথ দিয়া গমন করিলে তিনি অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিঘ্নে মহাম্মদ আলি পাশার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে ত বীরত্ব দেখান হয় না। সলিমান পাশা এই নিমিত্ত সংকল্প করিয়াছেন যে সিপকাপাশ দিয়া তিনি গমন করিবেন এবং যদিও সিপকাপাশে জয় লাভ করা নানা কারণে তাহার পক্ষে কঠিন হইবে তথাচ তিনি সংকল্প করিয়াছেন এই পথ ভিন্ন অপর কোন পথ দিয়া গমন করিবেন না।

—ইটালিতে কি রূপে তিন জন নির্দোষী ব্যক্তি [rাজ] দণ্ডে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হয় গতবার আমরা [ত]াহা প্রকাশ করি। সম্প্রতি রস্তগফতার নামক বোম্বাই-[এ]র এক খানি সম্বাদ পত্র হইতে এই রূপ আর একটী [ঘট]না উদ্ধৃত করিলাম। দাদা জীবা নামক এক ব্যক্তির নামে তাহার শত্রুগণ রাজ বিচারে ইহাই বলিয়া অভিযোগ করে যে সে ডাকাইত। রাজ বিচারে দাদা জীবার অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে সে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হয়। দাদা জীবের একটি ভগ্নি ছিল। যখন সে এই বিপদে পড়ে, তখন তাহার ভগ্নি বারানসী তীর্থে গমন করে। ভগ্নি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতার বিপদের কথা শ্রবণ করে এবং আপন বাটী ঘর দুয়ার পরিত্যাগ করিয়া সন্যাসিনী হইয়া ভ্রাতার নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হয়। সে এই উদ্দেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করে এবং নানা স্থান হইতে বর্তৃপক্ষীয়দিগের দ্বারা ভ্রাতার নির্দোষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করে। ভগ্নি এই রূপে সহোদরের নির্দোষিতার বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করে। [এ]বং এই সমুদয় প্রমাণ সহ অনারেবল রজারস্ সাহেবের নিকট সে দরখাস্ত করে। রজারস্ সাহেব তাহার ভ্রাতা নির্দ্দোষী কি না তাহার বিস্তর অনুসন্ধান করেন এবং নানা বিধ প্রমাণ দ্বারা তাহার প্রতীতি জন্মে যে দাদা জীব নির্দোষী। তিনি নির্দোষিতার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া দাদা জীবকে মুক্তি দেন এবং সে দশ বৎসর নির্ব্বাসন পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, কিন্তু তাহার ভগ্নির যত্ন সফল হইয়া কেবল তাহার মনস্তাপের কারণ হইয়াছে। দাদা জীবের নির্দোষিতা প্রমাণ হইয়াছে ও রাজ পুরুষেরা তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন ইহা শুনিয়া তাহার মনে এত আনন্দ হয় যে সে তাহার বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উন্মাদ হইয়াছে এবং সে নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এখন কোলাবার উন্মাদ গৃহে অবস্থিতি করিতেছে।

—দুই জন ইংরাজ পোলিস কনেস্টেবেল কোন [...]ন অধিকারীর উপর অত্যাচার করে। এই [...] কলিকাতার মাজিস্ট্রেট মার্সডেন সাহেব ইহা-[...] দণ্ড করেন। কনেস্টেবল দ্বয় কারাগার হইতে [...] হইয়া কলিকাতার পোলিস কমিশনারের নিকট শপথ পূর্ব্বক বলে যে তাহারা নির্দোষী, কেবল প্রমাণ অভাবে মাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। কমিশনার কনেস্টেবেলদিগের কথা প্রত্যয় করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। মাজিস্ট্রেট মার্সডেন সাহেব ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টকে অবগত করিয়াছেন যে, কনেস্টেবেলেরা বিচারালয়ে দণ্ডিত হয়, এখন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিলে পোলিস কমিশনার শুদ্ধ অন্যায় কাজ করিবেন না, আদালতের প্রতি অবজ্ঞা দেখা-[...]ইবেন। পোলিস কমিসনারও তাহার আপন মত [স]মর্থন করিয়া গবর্ণমেণ্ট পত্র লিখিয়াছেন। এক [...]দকে কলিকাতার পোলিস কমিসনার, অপর দিকে [ক]লিকাতার চিফ মাজিস্ট্রেট, সুতরাং ইডন সাহেব কি বিচার করেন তাহা জানিবার জন্যে অনেকের কৌতুহল হইয়াছে।

—আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আড়াই লক্ষ থোলে রপ্তানি হয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে যে শস্যের রপ্তানি হইতেছে, তাহারই নিমিত্ত এক সপ্তাহে কলিকাতা হইতে এত থোলে প্রেরিত হয়, সুতরাং সেখান হইতে কি পরিমাণে [শ]স্যের রপ্তানি হইতেছে তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে।

—মুর্শিদাবাদে তারে সম্বাদ আসিয়াছে যে নবাব নাজিম সত্বর মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এই সম্বাদ শুনিয়া নবাব নাজিমের আত্মীয়গণ দুঃখিত হই-[য়া]ছেন। তিনি অনেক কষ্ট অনেক মনস্তাপ অনেক অপমান সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার আরো কোন কষ্ট সহ্য করিতে হইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন অতিশয় মনোবেদনা পাইবেন।

—সুইডজারলাণ্ড হইতে গত মার্চ মাসে মান্দ্রাজে নূতন প্রণালীর নাঙ্গল আনয়ন করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার কার্য্যকারিতার বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এদেশীয় নাঙ্গল অপেক্ষা উহা উৎকৃষ্ট। এদেশে যেরূপ এক রূপ নাঙ্গল দ্বারাই প্রায় সকল রকম ভূমি কর্ষণ করা হয়, সুইডজারলাণ্ডে তাহা নহে। ভিন্ন আকারের নাঙ্গল আছে এবং যেখানে যেরূপ মৃত্তিকা সেখানে সেই রূপ নাঙ্গল ব্যবহার করা হয়। মান্দ্রাজে এই ভিন্ন২ আকারের নাঙ্গলের পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সাধারণের কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে কি না সে বিষয় এখনো প্রকাশ হয় নাই।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

মাহামুদ আবদুল গয় ছুরখাঁ—আপনার পত্র পড়িতে না পারায় আপনার লিখিত বিষয় প্রকাশিত হইল না।

শ্রীদুর্গাদাস সরকার শ্যামবাজার—এক ব্যক্তি জুয়াচুরি করিয়া রায় মোহন লাল মিত্রের নিকট হইতে ৫ টাকা লইয়া যায়। ইনি তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রী, চৌদ্দগ্রাম—ইনি স্থানীয় মুনসেফ ও মাজিস্ট্রেটকে স্কুল গৃহের পুনঃ নির্ম্মাণার্থ যত্ন করাতে তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

বশম্বদ মুঙ্গের নিবাসী—বরিশালের শ্রীযুক্ত চণ্ডী চরণ তর্কবাগীশ মুঙ্গের ও জামালপুরে উপস্থিত হইয়া হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুটি অপূর্ব্ব বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সভাস্থ সকলেই ইহা শ্রবণ করিয়া বলেন যে, চতুষ্পাটীস্থ কোন পণ্ডিতের মুখে তাঁহারা এরূপ বক্তৃতা কখনই শ্রবণ করেন নাই। এত দিন হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিদেশীয়দের রীত্যনুসারে বক্তৃতা দ্বারা নিজ ধর্ম্ম প্রচারের যত্ন করিতে চলিলেন। এটি উন্নতি কি অবনতির চিহ্ন তাহা আমরা জানি না।

শ্রীগোলাম রসুল খাঁ—পত্র প্রেরকের নামটী প্রকৃত হইয়াছে কি না তাহা আমরা জানি না। আমরা অনেক যত্নে তাহার লেখা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া ইহা লিখিলাম। তুর্কির সাহায্যার্থে যাহারা টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা আমাদের এখানে পাঠাইলে আমরা যথা স্থানে পাঠাইয়া দিব।

অপর কতিপয় প্রজা—বারাশত আদালতের দুই একটী গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া যে পত্র খানি লিখিয়াছেন তাহা এরূপ অস্পষ্ট লেখা যে আমরা উহা পাঠ করিতে পারিলাম না।

শশী কিশোর রায়, ত্রিপুরা, পোষ্টাফিশ শ্যাম গ্রাম, চৌদেওয়ারি— দুর্গেশ নন্দিনী পুস্তক ক্রয়ার্থ ইনি ১।০ শিকা বঙ্গদর্শনের ম্যানেজার শ্যামাচরণ বাবুর নিকট পাঠান, কিন্তু পুস্তক কি তাহার পত্রের উত্তর পান নাই।

অনাথ বন্ধু সেন, বদরগঞ্জ, মুনসেফ আদালত, রঙ্গপুর—কলিকাতা মেডিকেল হল এন, সি, ঢোল কম্পানির নিকট তাঁহাদের আশ্চর্য্য বটিকার নিমিত্ত রেজিষ্টরি পত্রে ছয় টাকা পাঠান, কিন্তু ইনি এ ঔষধ প্রাপ্ত হন নাই।

আব্দুল হোশেন, কলুটোলা—ইনি হিন্দুদিগের অম্বষ্ঠ সম্মিলনী সভা ও গঙ্গাস্নান প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনিয়া হর্ষে বিষাদিত হইয়াছেন। ইহার বিবেচনায় গঙ্গাস্নান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

শ্রীরামদাস চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর চড়কডাঙ্গা— ইহার বিবেচনায় বালকদিগের হস্তে নবেল, নাটক প্রভৃতি পতিত হইলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা, অথচ পাঠশালার ছাত্রেরা এই সমুদয় পুস্তক পাঠ করে। ইহার বিবেচনায় যাহাতে এই সমুদয় পুস্তক সুকুমারমতি বালকদিগের হস্তে না পড়ে তাহা করা কর্ত্তব্য এবং তৎ নিমিত্ত [...] যাহাতে এই শ্রেণীর পুস্তক যত কম গৃহীত হয় তত মঙ্গল। পত্র প্রেরক যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন আজ কাল অনেকেই এই রূপ মত প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীনন্দ কৃষ্ণ বসু, জ্ঞানদীপিকা সভার সম্পাদক— কি উপায়ে কন্যা বিবাহের উৎপীড়ন হইতে বঙ্গীয় সমাজ উদ্ধার পাইতে পারেন তৎ সম্বন্ধে সমাজের সম্ভ্রান্ত লোক এবং সম্বাদ পত্র ও সভা সমূহের মতামত জানিবার নিমিত্ত সাধারণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। এই সমস্ত মত অবগত হইলে আগামী শ্রাবণ মাসে একটি সাধারণ সভা আহুত হইবে। পত্র প্রেরকের ঠিকানা ১।৯ নম্বর, শ্যামবাজার, করণওয়ালিস ষ্ট্রিট।

প্রাপ্ত

কায়স্থ কুল রক্ষিণী সভা।

২৫ শে ভাদ্র রবিবারে সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ভবনে এই সভার অধিবেশন হয়। সভাতে অন্যূন দুই সহস্র কায়স্থ উপস্থিত হইয়া ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর সভাপতি, বাবু অনুপচাঁদ মিত্র সম্পাদক এবং বাবু জগদুল্লভ বসু ও বাবু কুমার কৃষ্ণ মিত্র সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। সভায় ক্রমান্বয়ে ৮টী প্রস্তাব উপস্থিত ও অনুমোদিত হয়।

বাবু কাশীনাথ বিশ্বাসের প্রস্তাবে ও বাবু তারিণী চরণ বসুর পোষকতায় রাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু বেণী মাধব ঘোষ কায়স্থদিগের উৎপত্তি, আদি কুলিনের বিবরণ প্রভৃতি বর্ণন করিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন ও মনোরঞ্জন করেন। বাবু সুরেন্দ্র মোহন মজুমদার সভার অধিবেশনে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং প্রকাশ করেন যে, তাঁহার স্বর্গগত পিতা কায়স্থদিগকে ক্ষত্রীয় বর্ণে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার যত্ন করেন।

কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর প্রস্তাব করেন যে, যাহাতে কোন সদ্বংশজাত কায়স্থ কোন অমূলক ও স্বকল্পিত কায়স্থের সঙ্গে আদান প্রদান করিতে না পারেন তাহার যত্ন করা কর্ত্তব্য। বাবু কাশীনাথ মিত্র তাহার পোষকতা করেন। বাবু গিরীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ প্রস্তাব করেন কায়স্থ জাতির বিশুদ্ধ কারিকা যাহাতে প্রস্তুত হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। বাবু চন্দ্র কুমার বসু প্রস্তাব করেন যে কারিকা বিচার ও পরীক্ষার নিমিত্ত একটী ম্যানেজিং সভা, ভবিষ্যত কারিকা পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত এক জন প্রাজ্ঞ কুলাচার্য্য নিযুক্ত করা এবং বংশজদিগের কারিকা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সমাজে কুলাচার্য্য প্রেরণ করা, কারিকা প্রস্তুত হইলে উহা মুদ্রিত ও প্রচার করা এবং ম্যানেজিং কমিটীর অধীনস্থ কুলাচার্য্য দ্বারা বিবাহ রেজিষ্টরি করা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। বাবু ঈশান চন্দ্র মিত্র ইহার অনুমোদন করেন। বাবু তারক নাথ দত্ত বলেন চাঁদা ও গ্রাম ভেটী দ্বারা উপরিউক্ত বিষয়ের ব্যয় সংকুলন করা কর্ত্তব্য। বাবু নবীন চন্দ্র বসু ইহার পোষকতা করেন। বাবু ভোলানাথ দত্ত প্রস্তাব করেন যে প্রচলিত রীতি নীতির কোন রূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ম্যানেজিং কমিটী সাধারণ সভার আহ্বান করিবেন এবং তাহা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইবে। বাবু মোহন লাল মিত্র প্রস্তাব করেন যে যদি কেহ সমাজকে তাচ্ছিল্য করিয়া অজ্ঞাত কুলশীল কোন ব্যক্তিকে কায়স্থ সমাজে গ্রহণ করার যত্ন করেন তাহা হইলে ম্যানেজিং কমিটী সাধারণ সভার আহ্বান করিবেন, এবং সাধারণ সভা ইহার কি করা কর্ত্তব্য স্থির ক[illegible] বাবু হর প্রসাদ ঘোষ কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে সুনিয়ম প্রচলিত করার প্রস্তাব করেন এবং বাবু পশুপতি নাথ বসু ইহার পোষকতা করেন। বাবু নগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ প্রস্তাব করেন যে ঘটকিনী কর্ত্তৃক অনেক অনিষ্ট হইতেছে, অতএব ঘটকিনী দ্বারা বিবাহের সম্বন্ধ যাহাতে না স্থির হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। বাবু যদুনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক ইহার পোষকতা হয়।

বাহুবল ও বাক্যবল।

আমাদের দেশের কোন প্রসিদ্ধ লেখক শির্ষোক্ত প্রবন্ধ বঙ্গ দর্শনে লিখিয়াছেন। এত দিন তিনি বঙ্গীয় রস প্রধান অর্থাৎ আদি এবং করুণা বা ক্রন্দন রসোচ্ছ্বাস সমম্বিত উপান্যাস রচনা করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের মনোরঞ্জন করিতে ছিলেন। ইহার ফল সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। কেহ২ উক্ত লেখকের ভূয়সী প্রশংস করিয়া বলিয়া থাকেন যে তিনি বঙ্গ ভাষা ও রুচির বিপর্য্যয় উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। আবার কেহ২ বলেন যে তিনি স্ত্রৈণ বঙ্গ দেশের ভাষায় স্ত্রৈণতা ওধৃষ্টতার পরাকাষ্টা প্রবর্ত্তিত করতঃ বঙ্গীয় যুবকের অন্তরে ঘৃণ প্রবেশ করাইয়া মাতৃ ভূমি বঙ্গ দেশকে উচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। ইহার কোন্ মতটি সত্য তাহা নির্ণয় করা উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু কাহিনী ব্যতীত অন্যান্য গুরুতর কথার চর্চ্চা করিলে, সরলচিত্ত বঙ্গীয় যুবকগণকে সাবধান না করিয়া আর নীরব থাকা অত্যন্ত অন্যায় হয়। যদিও ইদানীন্তন বঙ্গদেশের অধিকাংশ রচনাই উদ্দেশ্য বিহীন, তথাপি সেই রচনায় যাহাদের বিশ্বাস হইবে, রচনার পক্ষপাত অনুসারে তাহাদেরও মনের ভাব নীত হইবে।

উপরিউক্ত প্রব ন্ধ লেখক বাক্য বলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্পষ্ট করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন যে "সামাজিক অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল এক মাত্র উপায়।" আমরা তাঁহার এই কথায় একেবারে চমৎকৃত হইয়াছি। তিনি কেবল বাক্যবল দ্বারা সমাজের অত্যাচার নিবারণ করিবেন। সত্য বটে যে বাক্যবল বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাক্যবল অন্য বলের বিনা সাহায্যে কোন্ কালে কি মহৎ কার্য্য করিতে পারিয়াছে বা করিতে পারে? তিনি মুষা, ইষা, শাক্য সিংহ প্রভৃতির নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা কেবল বাক্যবলে পৃথিবীর বহু ইষ্ট সাধন করিয়াছেন। হে বঙ্গীয় প্রিয় যুবকগণ! আপনারা কি এই কথাতেই ভুলিবেন? তাঁহারা কি বাক্য বলে এতাদৃশ সমাজ বিপ্লব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? প্রনিধানপূর্ব্বক তলাইয়া দেখুন। কোন্ বলে মুষা তাদৃশ বিপর্য্যপ্ত অবস্থা পরম্পারার অবিচলিত ভাব রক্ষা করিয়া বাক্যবল প্রয়োগে সমর্থ হইয়াছিলেন? কোন্ বলে ইষা অনায়াসে ক্রুশ যন্ত্রের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন? কোন্ বলে শাক্য সিংহ রাজ্য সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞান আলোচনা ও বাক্যবল প্রয়োগে সমর্থ হইয়াছিলেন? কোন্ বলে চৈতন্য যগাই মাধাইকে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন? এই সমস্ত কি বাক্যবল? —না—নীতি বল। এই নীতিবল না থাকিলে তোমার ইষাই বল, মুষাই বল, আর শাক্য সিংহই বল, তাঁহারা অতি সামান্য কার্য্যও করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ স্থল। এক্ষণে কি বলিতে চাহ যে নীতিবল স্বতন্ত্র বল নহে, ইহা বাক্যবলের ফল মাত্র? এমন কথা যদি বল, তবে নাচার।

বাক্যবল কেবল নিমিত্তক কারণ মাত্র। বাহুবল নীতিবলের আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে না। মনুষ্য শরীরী জীব। তাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে বাহুবল, বাক্যবল ও নীতিবল তিনটিই চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। এই তিনের সমবায়ই প্রকৃত বল। তাহা ব্যতিরেকে সামাজিক অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে না। বাক্যবলের দ্বারা উপদেশ প্রদান অনুযোগ এবং ক্রন্দন করা যাইতে পারে। এই সকলের দ্বারা কোন ফল উৎপাদন করিতে গেলে বাহুবল ও নীতিবল আবশ্যক, নচেৎ কেবল অরণ্যে রোদন হইবে মাত্র। আমাদের দেশে বাক্য বলের যত দূর উন্নতি হইয়াছে, তদনুরূপ বাহুবলের নীতিবল পুষ্ট হয় নাই। সুতরাং সেই বাক্যবল দ্বারা কোন কার্য্য হইতেছে না। অনেক পুস্তক পড়িয়াছ, অনেক তত্ত্বজ্ঞান মুখস্থ করিয়াছ, বিলক্ষণ বাচালতা হইয়াছে, কেন কোন কার্য্য করিতে পার না?—বাহুবল ও নীতি বলের অভাব। এই ত গেল সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা। এখন মনে কর তোমার সমাজ কোন নির্দ্দয় মায়াবী পিশাচের হস্তে পড়িয়াছে। তখন তোমার বাক্যবলে কি উপকার করিবে? যত ক্ষণ সেই বাক্যবলের তলে বাহুবল থাকিবে, ততক্ষণ তোমার বাক্যবল কথঞ্চিৎ কার্য্যকারী হইবে। আর যতই তোমার বাহুবল হীনতার পরিচয় প্রকাশ হইতেছে, ততই তোমার বাক্যবল প্রতিকার করা দূরে থাকুক দুঃখের কারণ হইতেছে। তোমার উপদেশও শুনে না, তোমার অনুযোগের নিবৃত্তি হয় না, আর তোমার ক্রন্দনেও দয়া হয় না। তুমি কেবল আপনা আপনি কাঁন্দিয়া গালে চড়াইয়া মরিতেছ।

অতএব হে বঙ্গীয় যুবকগণ! আপনারা কেবল বাক্যবলের প্রতি ধাবমান হইবেন না, তদনুসঙ্গে বাহু বল ও নীতি বলের উন্নতি করুন। তাহা হইলেই প্রকৃতরূপে বলবান হইবেন। তাহা হইলেই আমাদের দেশের উন্নতি হইবে। নচেৎ আমরা মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিব না, কেবল নিম্ন ভাগে ফিরিঙ্গি ও উর্দ্ধ ভাগে খানসামার বেশধারী এক প্রকার অতি নীচ কর্ম্ম উপযোগী যন্ত্র স্বরূপে থাকিয়া আপনাদিগকে ও বংশাবলিকে উচ্ছিন্ন দিব মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আমার ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান তারক নাথ চট্টোপাধ্যায় চাকুরির জন্য এসেনশোল গিয়াছিল। তথা হইতে ৯। ১০ মাস অদ্দেশ হইয়াছে। বয়স ২৫। ২৬ বৎসর। দোহারা, উত্তম শ্যামবর্ণ। হাতের কেনোর উপর একটি কাটার দাগ আছে। কিছু গাওনা ও ইংরাজি বিদ্যা জানে। এ ব্যক্তিকে কেহ সন্ধান করিয়া দিতে পারিলে তাঁহার নিকট চিরবাধিত হইব এবং পারিতোষিক পাওয়ার প্রার্থীকে ১৫ টাকা পারিতোষিক দিব। তারক নাথ ইহা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ যেন বাটী আইসে, কারণ তাহার মাতা নিতান্ত কাতর।

২৮এ ভাদ্র ৮২ সাল

শ্রীষষ্টিবর চট্টোপাধ্যায়
সাং রায়গ্রাম, পোষ্টাপিশ
নলডাঙ্গা জেলা যশোহর।

ডাক্তার হীরালাল ঘোষের মহৌষধ
৪২নং সারপেন টাইন লেন, ন্যাড়া গিজ্জা,
কলিকাতা।

বাধক বেদনা এবং পরদল বা রজঃস্রাবের মহৌষধ কত শত জ্র লোক এই কষ্ট দায়ক পীড়া হইতে আরোগ্য হইয়াছে তাহ সংখ্যা করা যায় না। বাধক বেদনার ঔষধ ঋতু কালিন একবার মাত্র সেবনে পীড়া আরোগ্য হয়। মূল্য ২ টাকা। পরদল বা রজঃ স্রাবের ঔষধে উভয়বিধ স্রাবেই একবার মাত্র সেবনে আরোগ্য হয়, মূল্য ১ টাকা, উভয় ঔষধের মফস্বলে ৵০ করিয়া পেকিং লাগবে।

সঞ্জীবনী রস॥ ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার ঘটিত দোষ, উপদংশ, বাত, ধাতু দৌর্বল্য, অজীর্ণতা অতি শীঘ্র আশ্চর্য্য প্রতিকার করে॥ মূল্য প্রতি বোতল ১॥০ পেকিং ।৵০।

ডাক্তার হীরালাল ঘোষ এলোপেথি ব্যতীত অবধৌত মত উত্তম জানেন। প্রয়োজন হইলে শেষোক্ত মতেও চিকিৎসা করেন। যাঁহারা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসায় হতাশ্বাস হইয়াছেন তাহাদিগকে চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত আছেন।

ACKNOWEDGEMENT.
MUFESIL SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
H. Beveridge Esq. Rungpore.	10	0	0
U. Sarki Dolie Esq. Shillong	10	0	0
Raniguuge Public Library	5	8	0
Babu Ananda Gopal Sen Chittagong	10	0	0
„ Goluck Chandra Datta Hingulia Sylhet	10	0	0
„ Nilmani Chatterjee Cooch Behar	10	0	0
„ Nitya Gopal Biswas Parna, Dacca	10	0	0
„ Prosonno Kumar Das Gaurpur, Barishal	5	0	0
Babu Mothura Nath Pal Chowdhoory Baliadanga, Nadiya	10	0	0
„ Kunja Behari Gupta Matisora, Burdwan	10	0	0
„ Parbati Charan Bhattacharjea Lalpur, Rajshaye	10	0	0
„ Goora Charan Chatterjea Bera, Pabna	12	0	0
„ Nil Kanta Bose Poori	10	0	0
„ Pitambar Sen Birbhoom	10	0	0
„ Prosonno Nath Haldar Pairabanda, Birbhoom	5	0	0
„ Sri Nath Mittra Pairadanga, Rungpur	5	0	0
„ Ram Chandra Bose Lucknow	5	0	0
„ Joggendra Chandra Banerjaa Foolari, Nadiay	10	0	0
„ Mati Lal Sein Kashida, Dacca	5	8	0
„ Shama Kant Banerjea Chouddagram, Tipperah	10	0	0
„ Kirith Chand Shatia Jungipur	5	8	0
„ Thakur Charan Chatterjea Allahabad	2	0	0
„ Chundra Kumar Naugi Allahabad	10	0	0
„ Khetra Chandra Mookerjee Allahabad	10	0	0
„ Peari Mohun Mittra Naikura Barishal	1	8	0
„ Kishari Lal Rai Dacca	22	0	0
„ Benwari Lal Rai Shoidabad, Berhampur	15	0	0
„ Mani Lal Mookerjea Benwaribad, Purulia	12	0	0
„ Poorna Chandra Sirkar Shanihati Korehati	10	0	0
„ Soorja Kumar Rai Lakhikole Goalanda	10	0	0
„ Akhoy Kumar Sein Burishal	10	0	0
„ Gopal Chandra Mookerjea Darbhanga	5	0	0
„ Krisna Mohan Nag Polubari, Rungpur	12	0	0
„ Preo Nath Rai Rajapur Dacca	5	8	0
„ Rajendra Nath Sirkar Koolakana, Hooghli	5	0	0
„ Hari Mohun Datta Jungipur	10	0	0
„ Bharat Chandra Shingu Kharora, Malda	5	12	0
„ Protap Chandra Chatterjea Gya	10	0	0
„ Bepin Behari Shaha Balighata Moorshidabad	5	0	0
„ Parbati Charan Das Poornea	10	0	0
„ Eshan Chandra Shing Medinipur	10	0	0
„ Jolodhar Sha Amta, Manikganj	10	0	0
„ Modhu Shoodan Ghosal Chowra, Dinajpur	10	0	0
„ Joggendra Naryan Choudhoory Roopshi, Dhoobri	10	0	0
„ Brojo Kant Rai Choudhoory Kalashkati, Bakergange	10	0	0
„ Dwarka Nath Chuckerbati Katak	10	0	0
„ Boroda Shanker Goopta Bhanga, Faridpur	5	8	0
„ Boykant Lal Das Moochia, Maldha	5	0	0
„ Tara Prosonno Rai Behea	6	0	0
„ Chundra Nath Ghosal Pankhabari	5	0	0
„ Ambica Charan Chatterjea Saidpur, Rungpur	5	0	0
„ Nobin Chandra Dey Hilli, Rungpur	10	0	0
„ Kali Charan Taraldar Santipur	5	8	0
„ Gooru Das Sein Bauliah	10	0	0
„ Krisna Chundra Choudhoory Setakundu, Chittagong	10	0	0
„ Beni Madhub Moostafi Shilligoori	10	0	0
„ Chundra Kumar Mookerjea Moonshigunj	10	0	0
„ Chakan Lal Rai Chakdighi	10	0	0
„ Abhoy Kant Lahoori Kalepur, Mymenshing	22	0	0
„ Shoshi Bhusun Choudhoory Shamganj Rungpur	10	0	0
„ Joggia Ram Shoobadar Shillong	10	0	0
„ Sri Gobinda Choudhoory Tantiband, Pabna	20	0	0
„ Modhoo Sudan Rai Choudhoory Koondi Rungpur	10	0	0
„ Sripati Mookerjea Debrugar	10	0	0
„ Nimai Charan Chatterjea Debrugar	5	0	0
„ Hem Chandra Banerjea Misripokhra Beneras	10	0	0
„ Dole Gobinda Shing Bankipur	10	0	0
„ Mohadeb Nandi Santipur	10	0	0
„ Janmajoy Dewan Chittagong	10	0	[illegible]
„ Kali Nath Dey Comilla	10	[illegible]	[illegible]
„ Eshan Chandra Ghosal Moheshrakha	11	[illegible]	[illegible]
„ Krisna Naryan Sein Panchdona, Dacca	15	[illegible]	[illegible]
„ Gopal Chandra Saniel Beneras	10	[illegible]	[illegible]
„ Joy Gopal Rakhit Gowhati	10	[illegible]	[illegible]
„ Ananda Kumar Sharbadhikari Ranaghat	10	[illegible]	[illegible]
„ Krisna Dhan Banerjea Korimpur Kooshtea	10	[illegible]	[illegible]
„ Mohendra Nath Ghose Cockri Station, Lucknow	2	0	[illegible]
„ Mangal Bhakut and Ram Lal Ram Dhoolian Pakoor	10	0	0
„ Eshan Chandra Bakshi Dhoobri	4	0	0
„ Poorna Chandra Ghose Monghyr	5	8	0
„ Dwarka Nath Misser Chandanpore, Chandooria	10	0	0
„ Nanda Kumar Ghose Tarragunge, Jessore	10	0	0
„ Russick Laul Rai Soopore, Bulpore	10	0	0
„ Mati Laul Halder Tockvai Darjeeling	10	0	0
„ Bhoodah Sing, Azimgunge	10	0	0
„ Koylash Chandra Chatterji Gowhatty	10	0	0
„ Romoni Mohun Chowdhry Roy Bahadoor Tusvandar Rungpore	10	00	
„ Benode Beharee Sing Jogodhari, Moorshidabad	12	0	0
„ Apurva Krishna Paul Mokama	5	8	0
„ Ramgati Moustaffi Dinapore	5	8	0
Srimrti Bama Soondaree Choudhiranee Poorail Dacca	20	0	0
Secy. Baridi School, Dacca	10	0	0
Moonshi Heshatoolla, Bankura	10	0	0
„ Mohiruddin, Gowhati	10	0	0
„ Hossein Ali Peergacha Mymensingh	10	0	0
„ Rajabali, Rungpur	10	0	0
„ Khodabaksh, Mohiradoon Gazipur	10	0	[illegible]
„ Habioollah Kurigram, Dacca	5	8	0
„ Mahomed Bodialum Chittagong	1	4	0
„ Said Moyzumali Gouranshidibi, Manbhoom	5	0	0
„ Khoyratali, Khorian Purniya	8	0	0
„ Tussodduk Hossein, Nitpur, Dinajpur	10	0	0
„ Jomir Buksh Palubari, Rungpur	5	8	0
„ Shoberati Biswas Jungipur	7	0	0
„ Abdool Aziz Debrughur	5	8	0
„ Deanutoollah Chowdhorsy Shirti, Pauchbibi, Bogra	10	0	0
„ Kossimuddin Mahomed Phansidewa, Jalpaiguri	10	0	0
„ Sayad Khadem Hossein Garmandaran, Burdwan	5	0	0
„ Shaik Najooddeen Shibsagore	5	0	0
Secry Seetabuldee N. Club Nagpore	5	0	0
Narayan Rav Appajirao Inamdar Esqr., Belgam	5	0	[illegible]
Krishnaji Vithal Shivekari Esqr., Kolahapore	5	0	0
G. N. Krishna Rao Esqr., Dindigaul	2	8	0
Gopal Narayan Phadkey Esqr., Poona	5	0	0
S. N. Pundit Bsqr., Rajkot	5	0	0
Durgarm Ghelabhai Hindia Esqr., Munmad	5	0	0
Shrivallable Bhagvanji Esqr., Rajkot	5	0	0

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চটুর্য্যের গাল ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।